ভক্তিকল্পলতা

(তৃতীয় স্তবক)

অনুবৃত্তি-

মহাভাবের বিচিত্রতাময় প্রকাশ

(শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি স্থায়িভাব অবলম্বনে)

১৫। মহাভাব

রূঢ়
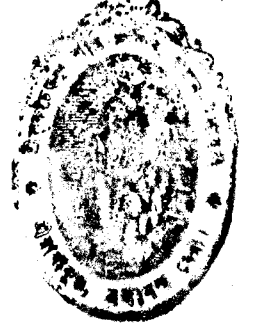
ঘ) উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক
সাধারণ গোপীগণে

অনুভাব :—(১) নিমেষ অসহিষ্ণুতা, (২) আসন্ন জনতা হৃদ্বিলোড়ন, (৩) কল্পক্ষণত্ব, (৪) শ্রীকৃষ্ণের সুখেও দুঃখ আশঙ্কায় ক্ষীণত্ব, (৫) মোহাদি অভাবেও সর্ব্বদা আত্মাদি বিস্মরণ, (৬) ক্ষণকল্পতা, (৭) শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবকারিতা।

অধিরূঢ়

বৈশিষ্ট্যযুক্ত-
উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক
বিশিষ্ট গোপীগণে

মোদন

উদ্দীপ্ত সৌষ্ঠবযুক্ত সাত্ত্বিক।
(কেবল শ্রীরাধিকা-যূথে)

মিলনাবস্থা। (সম্ভোগ)

অনুভাব—(১) কান্তাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের ক্ষোভকারিতা। (২) অধিক প্রেমসম্পত্তিবতীগণ হইতেও উৎকর্ষতা।

মোহন

(ঙ) সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক
প্রায় শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীতেই, কদাচিৎ ললিতা বিশাখাদিতে।

বিরহাবস্থা (বিপ্রলম্ভ)

অনুভাব—কান্তাশ্লিষ্ট কৃষ্ণের মূর্চ্ছা, (২) অসহ্য দুঃখ স্বীকারেও শ্রীকৃষ্ণ-সুখ কামনা, (৩) ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষোভকারিতা, (৪) পশু-পক্ষী প্রভৃতির রোদন (৫) মরণেও নিজ শরীরস্থ পঞ্চভূত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ তৃষ্ণা এবং (৬ দিব্যোন্মাদাদি—বহু অনুভাব বিদ্বান্‌গণ কীর্ত্তন করেন।

মাদন

অন্তর্ভুক্ত-
মোদন ও মোহন

যুগপৎ উদ্দীপ্ত ও সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের অতি অদ্ভুত বৈচিত্রী। কেবল শ্রীরাধিকাতেই।

অনুভাব :—(১) অযোগ্যবস্তুতেও ঈর্ষা—(শ্রীকৃষ্ণের বনমালাতে)
(২) সর্ব্বদা উপভোগেও শ্রীকৃষ্ণগন্ধাভাস আধারে স্তুতি—(পুলিন্দীগণে ও তমালবেষ্টিত-মালতীলতাতে)।

যুগপৎ মিলন ও বিরহ।
এই অনির্ব্বচনীয় মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধিকাতে সংযোগলীলাতেই প্রকাশ পায়।

**সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধয়ামেব যঃ সদা॥**

এই মাদনাখ্য মহাভাবময়ী শ্রীরাধা।

মোহনের অনুভাব বৈচিত্রী

প্রকৃতিস্থতা

(১) অসহ্য দুঃখ স্বীকারেও—
শ্রীকৃষ্ণের সুখাতিশয়ের অভিলাষিতা।
(২) মরণাঙ্গীকারেও নিজ শরীরস্থ
পঞ্চভূত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গতৃষ্ণা।

দিব্যোন্মাদ

(অপ্রকৃতিস্থতা)

প্রকোপ

প্রথমাবস্থা, ঈষৎপ্রকোপ
নিকটস্থ তীর্যগ্‌জীবাদি, পশু-পক্ষী,
মৎস্য, মকরাদির রোদন।

মধ্যমাবস্থা

অতিপ্রকোপ
মূর্চ্ছা, অতিদুরূহ
বর্ণনাতীত।

কান্তাশ্লিষ্ট কৃষ্ণের মূর্চ্ছা

ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষোভকারিতা
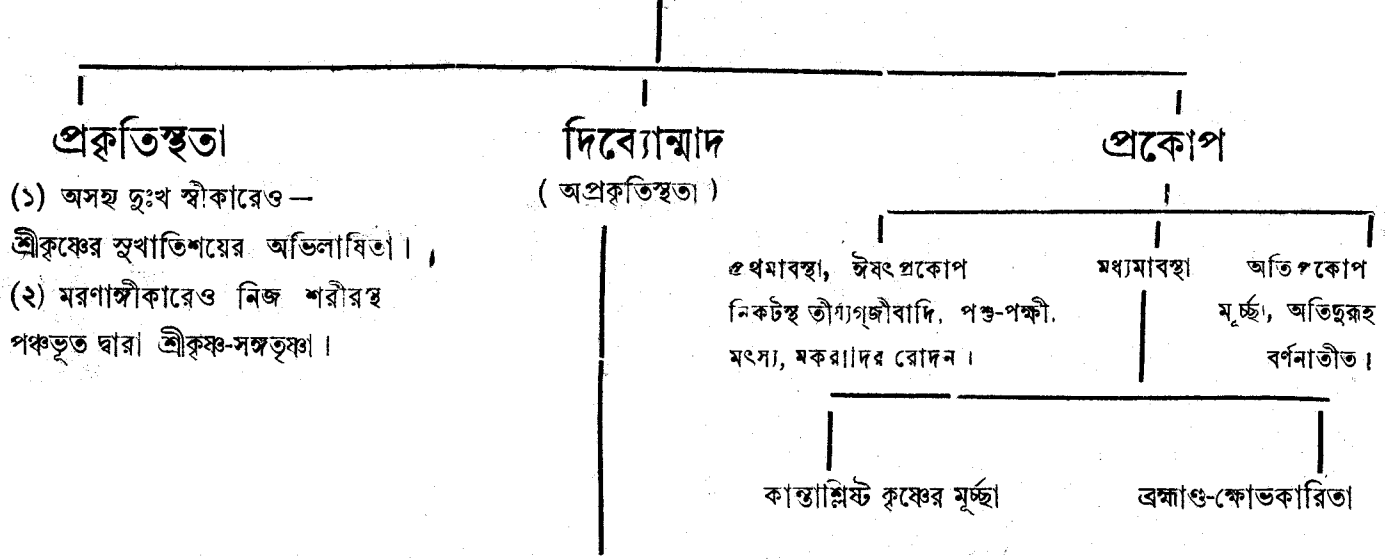
উদ্‌ঘূর্ণা

নানাবিবশচেষ্টা, বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে
কৃষ্ণজ্ঞান।
(শ্রীললিতমাধব নাটকের তৃতীয়াঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের
মথুরাগমনে শ্রীরাধার এই উদ্‌ঘূর্ণাভাব স্পষ্টভাবে
বর্ণিত হইয়াছে। -১৯৪)

চিত্রজল্প

চিত্রজল্প দশপ্রকার—[১] প্রজল্প, [২] পরিজল্প,
[৩] বিজল্প, [৪] উজ্জল্প, [৫] সংজল্প, [৬] অবজল্প,
[৭] অভিজল্প, [৮] আজল্প, [৯] পরিজল্প ও [১০]
সুজল্প।

এই দশাঙ্গ চিত্রজল্প (শ্রীভাগবত দশম স্কন্ধ
ভ্রমরগীতে প্রকটিত হইয়াছে। -১৯৬—১৯৭)।

গোপীপ্রেম সুদুর্গম কারো বোধ্য নয়। সংযোগ বিয়োগে সদা দেখিদুঃখ ময়॥
বিতত অদ্ভুত স্ফুটতর প্রেমানল। যাহাদের হৃদয়ে জ্বলিছে মহাবল॥
সে তীক্ষ্ণ-জ্বলন-শিখা স্পর্শ যদি করে। কে এমন ধীর আছে থাকে ধৈর্য্য ধরে॥
যার কণা স্পর্শে শুক বিকল হইল। সাক্ষাৎ তাদের নাম করিতে নারিল॥

[শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১ ৭।১৩৪ শ্লোকার্থ]।

রূঢ় মহাভাব

উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে।

স্তম্ভাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব-বিকার যে স্থলে উদ্দীপ্ত হয় (অতিকষ্টেও কিছুতেই গোপন করা যায় না) তাহাকে 'রূঢ়' বলে।

অনুভাব—আসন্নজনতা হৃদ্বিলোড়ন।

**সখ্যঃ প্রোক্ষ্য কুরূণ্‌ গুরু ক্ষিতিভৃতামাঘূর্ণয়ন্তী শিরঃ।
স্বস্থা বিশ্লথয়ন্ত্যশেষরমণীরাপ্লাব্য সর্ব্বং জনম্‌।
গোপীনামনুরাগসিন্ধুলহরী সত্যান্তরং বিক্রমৈ—
রাক্রম্য স্তিমিতাং ব্যধাদপি পরাং বৈকুণ্ঠ কণ্ঠশ্রিয়ম্‌॥**

কুরুক্ষেত্রে সমাগতা গোপীদের অলৌকিক অনুরাগ-মহিমা অনুভব করত শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির সখীগণ স্ব-সমাজে পরস্পর বর্ণনা করিতেছেন—'অহে সখীগণ! গোপীদের অনুরাগরূপ অপার দুরবগাহ সিন্ধুর তরঙ্গ বৈকুণ্ঠলোকের উপকণ্ঠবর্ত্তী সর্ব্বোৎকৃষ্ট শোভাকেও সিক্ত করিয়াছে (শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠবিলাসিনী শ্রীরুক্মিণী মহাদেবীকেও স্তব্ধ করিয়াছে!)।

কুরুদেশকে (কুরুবংশীয়গণকে) জলে আপ্লাবিত (বাষ্পজলে অভিষিক্ত) করত, মহাপর্ব্বত শিখরকেও জলবেগে- (যুধিষ্ঠিরাদি মহারাজগণের মস্তককেও প্রেমানুভবোত্থ বিস্ময়ে ঘূর্ণিত করিয়া—স্বর্গস্থা (প্রকৃতিস্থা অর্থাৎ সাধ্বী) নারীসকলকেও বেগাতিরেকে নিজ নিজ বিহারাদি হইতে শিথিল (অনুরাগাতিশয্যে স্বীয় অনুরাগজনিত গর্ব্ব হইতে শ্লথ) করিয়া—সমগ্রজন লোককেও (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর জঙ্গমাত্মক বস্তু নিচয়কেও) ডুবাইয়া—পরাক্রমে বা বিশিষ্ট গতিভঙ্গী দ্বারা সত্যলোককেও আক্রমণ (মহিমাতিরেকে সত্যভামার হৃদয় পর্য্যন্ত গ্রহণ) করিয়াছে' ! !

অধিরূঢ় মহাভাব

রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাং ।
যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে ॥

যে স্থলে অনুভাব সকল রূঢ় মহাভাবে ব্যক্ত অনুভাব সমূহ হইতেও কোনও অনির্ব্বচনীয় বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি করে, তাহাকে 'অধিরূঢ় মহাভাব' বলে।

যথা,—শিববাক্যং—

লোকাতীত মজাণ্ডকোটিগমপি ত্রৈকালিকং যৎসুখং
দুঃখঞ্চেতি পৃথগ্ যদি স্ফুটমুভে তে গচ্ছতঃ কূটতাম্ ।
নৈবাভাসতুলাং শিবে ! তদপি তৎকূটদ্বয়ং রাধিকা-
প্রেমোদ্যৎসুখদুঃখসিন্ধুভবয়োর্বিন্দ্বোশ্চ বিন্দ্বোরপি ॥

একদা প্রসঙ্গক্রমে শ্রীপার্ব্বতী শ্রীরাধার প্রেমরীতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশঙ্কর উত্তর দিতেছেন—'হে পার্ব্বতি ! অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকোটিতে অবস্থিত—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে সমুদ্ভূত—যাবতীয় সুখ ও দুঃখের যদি ভিন্ন ভাবে স্ফুটতর পুঞ্জ (রাশি) করা যায়, তথাপি সেই রাশিদ্বয় শ্রীরাধার প্রেমোদ্ভব সুখ-দুঃখরূপ সিন্ধুদ্বয়ের দুইটী লবের যৎসামান্য একাংশের তুলনা ও প্রাপ্তি করিতেই পারিবে না ! ! (লোকাতীতং বৈকুণ্ঠগতং সুখং প্রসিদ্ধং মোক্ষসুখঞ্চ দুঃখন্তু তত্রত্যভক্তানাং প্রেমোৎকণ্ঠ্যোত্থং । —আনন্দচন্দ্রিকা টীকা) । *

মোদনাখ্য মহাভাব

মোদনঃ স দ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্ত সৌষ্ঠবম্ ॥

যে অধিরূঢ় মহাভাবে নায়িকা ও নায়কের স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাব সমূহের উদ্দীপ্তির আতিশয্য প্রকাশ হয় তাহাকে 'মোদন' বলে।

অনুভাব

হরের্যত্র স কান্তস্য বিক্ষোভভরকারিতা । প্রেমোরুসম্পদ্বিখ্যাত কান্তাতিশয়িতাদয়ঃ ॥

মোদনের অনুভাব বলিতেছেন—অধিরূঢ় মহাভাবের মোদনাখ্য ভেদে কান্তাগণের সহিত বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের বিক্ষোভ ও ভয় জন্মায় এবং প্রেমরূপ মহাসম্পত্তিতে সুপ্রসিদ্ধা শ্রীচন্দ্রাবল্যাদি কান্তাগণ হইতেও প্রেমাধিক্যাদি প্রকাশিত হয়।

---

* তত্রত্যং যচ্চ তদ্দুঃখং তৎ সর্ব্বসুখমূর্দ্ধসু ।
স বরীনর্তি শোকশ্চ কৃৎস্নানন্দভরোপরি ॥ (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২ | ৬ | ৩৬৭) ।

গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাদিকৃত যে দুঃখ বর্ত্তমান আছে, সেই দুঃখসকল সর্ব্ববিধ সুখের মস্তকোপরি বারংবার নৃত্য করে। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সুখ হইতেও সেই বিরহময় দুঃখ অধিকতর সুখময়। আর তথায় যে শোক বর্ত্তমান আছে, সেই শোকও সমগ্র আনন্দরাশির মস্তকোপরি পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে থাকে। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার আনন্দ হইতেও অধিকতর আনন্দময়। ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমবিশেষের স্বভাব।

(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ২ | ৫ | ২২৯—২৩১ শ্লোক টীকা সহ দ্রষ্টব্য) ।

যথা,—কান্তাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের ক্ষোভকারিতা—

হন্ত স্তম্ভকরম্বিতা ভুবি কুরোর্ভদ্রা সরস্বত্যভূৎ
বাষ্পং ভাস্করজা মুমোচ তরসা সত্যা ভ্রমন্নর্মদা।
ভেজে ভীষ্মসুতা চ বর্ণবিকৃতিং গাম্ভীর্য্যভাগপ্যসৌ,
কৃষ্ণোদন্বতি রাধিকাদ্ভুতনদী প্রেমোর্ম্মিভিঃ সংবৃতে॥

সূর্য্যগ্রহণ প্রসঙ্গে কুরুক্ষেত্র যাত্রায় শ্রীব্রজদেবীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন-বৃত্তান্তের চমৎকারিতাশয় শ্রবণ করিয়া শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ ব্রজদেবীগণের দর্শনে অভিলাষিণী হইলেও স্ব স্ব পটগৃহে অবস্থান-হেতু গুপ্তভাবে থাকিলে তদানীন্তন শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত শ্রীরাধার মোদনাখ্য মহাভাব উদিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের এবং রুক্মিণ্যাদ মহিষীগণের ক্ষোভাতিশয় দর্শন করিয়া রুক্মিণী দেবীর কোন সখী সময়ান্তরে আপনার সখীকে বলিয়াছিলেন —অহো কি আশ্চর্য্য! কুরুক্ষেত্রে রাধিকারূপ অদ্ভুত নদীর প্রেমতরঙ্গসমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপ সমুদ্র সম্যক্ রুদ্ধ হইলে ভদ্রা দেবীর বাণী স্তব্ধ হইল! ভদ্রা অর্থাৎ মনোহরা সরস্বতী নদী স্তব্ধ হইল। ভাস্কর কন্যা যমুনাও জলমোচন করিলেন, পক্ষে কালিন্দী প্রেয়সী অশ্রু মোচন করিলেন। নর্ম্মদা নদী অনবস্থিত হইয়া ঘুরিতে লাগিল, পক্ষে নর্ম্মসুখদায়িনী সত্যভামাও শীঘ্রই ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন অর্থাৎ বেগে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মজননী গঙ্গাও বিবর্ণা হইলেন। পক্ষে ভীষ্মকদুহিতা শ্রীরুক্মিণী দেবী পরম গাম্ভীর্য্যবতী হইয়াও বৈবর্ণ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর কিছুক্ষণ পরে শ্রীরাধার সেই মোদনভাব কিঞ্চিৎ উপশমিত হইলে তাঁহারা কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধাকে স্তব এবং প্রণামাদি করিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু বৈবশ্য-হেতু শ্রীরাধিকা তাঁহাদের প্রতি দৃক্‌পাত বা অনুসন্ধানও করেন নাই।

'প্রেমের উর্ম্মীসমূহ দ্বারা বলাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অপেক্ষা শ্রীরাধাপ্রেমের আধিক্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'নদীদ্বারা সমুদ্র অবরোধ' অর্থে নদীর তরঙ্গসমূহ দ্বারা স্বভাবত তরঙ্গযুক্ত সমুদ্রের পরাজয় বা সমুদ্রের জলস্তম্ভন।

মোহনাখ্য মহাভাব

মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনোভবেৎ।
যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সুদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ॥

এই মোদনই প্রবাসদ্বয়ে উদ্ভূত বিরহ দশায় 'মোহন' নামে কথিত হয়; এই মোহন মহাভাবে বিরহ বিবশতা-হেতু সাত্ত্বিকভাবসমূহ উদ্দীপ্ত অর্থাৎ সুষ্ঠুরূপে দীপ্তি পাইয়া থাকে।

উদ্যদ্বেপথু বাদ্যমান দশনা কণ্ঠস্থলান্ত লুঠজ্জল্পা গোকুলমণ্ডলং বিদধতী বাষ্পৈর্নদীমাতৃকম্।
রাধাকণ্টকিতেন কণ্টকিফলং গাত্রেণ ধিক্‌কুর্বতী, চিত্রং তদ্ঘনরাগরাশিভিরপি শ্বেতীকৃতা বর্ত্ততে॥

ব্রজ হইতে মথুরায় প্রত্যাগত হইয়া উদ্ধব নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণসন্নিধে বহুকাল যাবৎ স্বানুভূতা শ্রীরাধাদশা নিবেদন করিতেছেন—'অহো! মহাশ্চর্য্যের ব্যাপারই বটে!! কম্পোদয়-হেতু শ্রীরাধার দন্তসমূহ বাদ্য করিতেছে, বাক্যগুলি কণ্ঠমধ্যেই লুণ্ঠিত হইতেছে, তিনি অশ্রু ও স্বেদধারায় ব্রজমণ্ডলকে দেবমাতৃক করিতেছেন, রোমাঞ্চিত গাত্রে কণ্টকী ফল (পনস) কেও ধিক্কার করিতেছেন; তোমার প্রতি নিবিড় অনুরাগপুঞ্জ বহনেও (ঘন রক্তিমা বহন করিয়াও) রাধা এক্ষণে শ্বেতাঙ্গী হইয়াছেন!! এই পদ্যে অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, বৈবর্ণ্য ও স্বৈর্য্যাদি ভাবকদম্ব সুদ্দীপ্ত হইয়াছে।

মোহন ভাবের স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে তটস্থ লক্ষণে অনুভাব সকল দেখাইতেছেন।

অনুভাব—কান্তাশ্লিষ্ট কৃষ্ণের মূর্চ্ছা

রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিত জলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়া, রুক্মিণ্যাপি প্রবলপুলকোদ্ভেদমালিঙ্গিতস্য।
বিশ্বং পায়াম্মসৃণযমুনাতীর বানীরকুঞ্জে, রাধাকেলীভরপরিমল ধ্যান মূর্চ্ছা মুরারেঃ॥

মথুরা হইতে আগতা কোন সন্ন্যাসিনী বৃন্দাবনে ললিতাদি সখী সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া শুভাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করত কহিলেন,—যাহার রত্নচ্ছটাতে জলনিধি চ্ছুরিত অর্থাৎ কর্ব্বুরিত হইয়াছে, এমত দ্বারকাস্থ মন্দিরে রুক্মিণীদেবী

কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গিত হওয়ায়, অঙ্গে পুলকোদগম হইতেছিল, এমন সময়ে যমুনাতীরস্থ কুঞ্জ সম্বন্ধীয় শ্রীরাধার কেলী-পরিমল ধ্যান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের যে মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়, তাহাই বিশ্বকে রক্ষা করুন।

মরণেও নিজ শরীরস্থ পঞ্চভূত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতৃষ্ণা—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহা স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরং॥
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন—
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয় বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ॥

শ্রীললিতার প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি—হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ যদি এখানে আগমন না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তাঁহাকে পাইব না এবং তিনিও আমাকে প্রাপ্ত হইবেন না; অতএব অতিকষ্টে এ তনু রক্ষার প্রয়োজন কি? আরও বলিতেছেন—আমি এদেহ পরিত্যাগ করিলে তুমিও আর যত্ন করিয়া এদেহ রক্ষা করিও না। আমার এই দেহ পঞ্চত্ব লাভ করিয়া আকাশাদির স্ব স্ব ভূতের সহিত সংমিশ্রিত হউক, আমি মস্তক অবনত করিয়া বিধাতার নিকট এই একটী বর প্রার্থনা করিতেছি—যেন শ্রীকৃষ্ণের বিহারসরোবরের জলে এই দেহের জল, তাঁহার মুকুরে (তৎসম্বন্ধী দর্পণে) ইহার জ্যোতির অংশ, তাঁহার বিচরণ প্রাঙ্গণ-আকাশে ইহার আকাশ, তাঁহার গমনাগমন পথে ইহার ক্ষিতি, তদীয় স্বেদোপনোদন প্রিয় ব্যজনে এদেহের বায়ু প্রবেশ করুক; সুতরাং আমার নিমিত্ত তোমরা রোদন করিতেছ কেন?

দিব্যোন্মাদ

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ॥

কোন অনির্ব্বচনীয়া বৃত্তিবিশেষপ্রাপ্ত এই মোহন ভাবের অদ্ভুত ভ্রান্তি সদৃশী (স্ফুর্ত্তিরূপা) বৈচিত্রী দশা লাভ হইলে তাহাকেই দিব্যোন্মাদ বলা হয়। এই দিব্যোন্মাদে উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি বহু বহু ভেদ হইয়া থাকে।

উদ্‌ঘূর্ণা

স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানাবৈবশ্য চেষ্টিতম্॥

নানাপ্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্য চেষ্টাকেই উদ্‌ঘূর্ণা বলে। যথা—

শয্যাং কুঞ্জগৃহে কচিদ্বিতনুতে সা বাসসজ্জায়িতা,
নীলাভ্রং খলু খণ্ডিতা ব্যবহৃতিস্তর্জত্যসৌ চণ্ডী কচিৎ।
আবৃর্ণত্যভিসার সম্ভ্রমবতী ধ্বান্তে কচিদ্দারুণে,
রাধা তে বিরহোদ্ভ্রমপ্রমথিতা ধত্তে ন কাং বা দশাম্॥

ব্রজ হইতে মথুরায় প্রত্যাবৃত্ত উদ্ধব স্বানুভূত শ্রীরাধা-বিরহ-ব্যাকুলতার কথা শ্রীকৃষ্ণের সমীপে নিবেদন করিতেছেন—'হে কৃষ্ণ! শ্রীরাধা তোমার বিরহজনিত মহাভ্রান্তিতে পরিপীড়িতা হইয়া কোন্ কোন্ দশাই না প্রাপ্তি করিতেছেন? তিনি কখনও বাসকশয্যার ন্যায় কুঞ্জভবনে শয্যা রচনা করেন, কখনও বা খণ্ডিতাভাবে অতি কোপিনী হইয়া নীল মেঘকেও তর্জ্জন করেন; আবার কখনও বা নিবিড় অন্ধকারে ত্বরান্বিতা অভিসারিণী হইয়া ভ্রমণ করেন।

চিত্রজল্প

প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ। ভূরিভাবময়ো জল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিম॥

প্রিয়তম ব্যক্তির সুহৃদের (তৎসঙ্গি-নিজরহস্যজ্ঞ ব্যক্তির) সহিত দেখা হইলে অবহিথাবলম্বনে অন্তরে নিরুদ্ধ ক্রোধে সুপ্রকাশিত গর্ব্ব, অসূয়া, দৈন্য, চাপল্য ও ঔৎসুক্যাদিভাবে প্রচুর এবং অন্তে তীব্র উৎকণ্ঠাবিশিষ্ট আলাপকে চিত্রজল্প বলে।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ভ্রমরগীতে বর্ণিত চিত্রজল্প-প্রজল্পাদিভেদে দশ প্রকার; তন্মধ্যে অভিজল্প যথা—

যদনুচরিতলীলা কর্ণপীযূষবিপ্রুট্ সকৃদদনবিধূত দ্বন্দ্ব ধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহ কুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা, বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি॥

অহে মধুকর! আমরা সাক্ষাৎ কৃষ্ণের সহিত সখ্য করিয়া যে দুঃখিণী হইয়াছি ইহা বিচিত্র নয়, তাঁহার লীলাকথা সর্ব্ব জগৎকে সন্তাপিত করিয়া থাকে। আমরা বিশেষভাবে জানি, তাঁহার কথা ত্রিবর্গ লতার উন্মূলনী। কারণ তাঁহার চরিত্ররূপ যে লীলাকথা, তাহা কর্ণপথের অমৃতস্বরূপ অর্থাৎ শব্দমাত্রই কর্ণসুখপ্রদ, অর্থবোধ হইলে ত কথাই নাই। তাঁহার কণামাত্র একবার আস্বাদনেও দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম নিরস্ত হয়। এখানে দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম বলিতে সামান্যতঃ শীত-উষ্ণ বা মিথুনাচার অর্থাৎ স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পরের প্রীতিরূপ ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। যেমন—স্ত্রী যদি তদীয় লীলাকথা শ্রবণ করে, তবে সত্বই পতি ত্যাগ করে; পতি যদি শ্রবণ করে, তবে সত্বই স্ত্রী ত্যাগ করে; এইপ্রকার পুত্র যদি শ্রবণ করে, তবে পিতামাতাকে ত্যাগ করে; মাতা যদি শ্রবণ করে, তবে সত্বই পুত্রকে ত্যাগ করে। এই প্রকার পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া স্বয়ংও বিনষ্টতুল্য হইয়া অর্থাৎ মৃত্যু হইলে যতটা দুঃখ হইত, তদপেক্ষা অধিক দুঃখদ হইয়া থাকে। যেহেতু কৃষ্ণকথা শ্রবণমাত্রই বহু বহু ব্যক্তি হঠাৎ দুঃখিত গৃহ-কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়া ভোগহীন বিহঙ্গবৎ কেবল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার কথা আর কি বলিব? যাঁহারা স্নিগ্ধমনা, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণ লীলাকথা শ্রবণ করিয়া নিষ্ঠুর হইয়া থাকেন। তাই তাঁহারা গৃহ কুটুম্বাদি ত্যাগ করিয়া দীনবৎ অর্থাৎ অর্থাদি চিত্তবিক্ষেপের কারণ হইতে পারে বলিয়া কপর্দ্দক মাত্র গ্রহণ না করিয়া বিহঙ্গের ন্যায় কেবলমাত্র জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। এমনকি স্থূল ভিক্ষাও গ্রহণ করেন না। এইপ্রকারে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় লীলাস্থলী এই বৃন্দাবন আশ্রয় করিয়া ভিক্ষু ধর্ম্ম যাজন করিতেছেন। তাঁহারা এই দুঃখময় বৃন্দাবনধাম আসিয়া আমাদের সঙ্গ প্রভাবে আমাদের মতই দুঃখিনী হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহার লীলাকথা বহু মিছরী-সংবৃত ধুতুরার বীজ চূর্ণ সদৃশ—সাধুবেশে আবৃত মহাঘাতকস্বরূপ। একণে বলত আমরা সেই নিষ্ঠুর কৃষ্ণের সঙ্গ কিরূপে করিতে পারি? সুতরাং সর্ব্বতোভাবে ত্যাগই যুক্তিযুক্ত; কিন্তু আমরা তদ্বিষয়ে সমর্থ হইতেছি না। এই উদাহরণে শ্রীরাধিকার ব্যাজস্তুতিতে ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষ ব্যঞ্জিত হইল।

মাদনাখ্য মহাভাব

সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥

রত্যাদি মহাভাব-ভেদের অধিরূঢ় মোদন পর্য্যন্ত যাবতীয় ভাবের যে প্রাকট্য, তাহা হইতেও অধিক উৎকর্ষ বিশিষ্ট, অতএব শ্রেষ্ঠ মোদন মহাভাব হইতেও অত্যুৎকৃষ্ট যে হ্লাদিনীনামক মহাশক্তির স্থিরাংশ,—যাহা কেবল শ্রীরাধাতেই সদাকাল বিরাজ করে, তাহাকে 'মাদন' বলে। অন্যত্র ইহার উদয় হয়না।

আস্পষ্টে রক্ষয়িত্বং হৃদয় বিধুমণি দ্রাবণং বক্রিমানং,
পূর্ণত্বেঽপু দ্বহন্তং নিজরুচি ঘটয়া সাধ্বসংধ্বংসয়ন্তম্।
তন্বানং শংপ্রদোষে শ্রুত নবনবতা সম্পদং মাদনত্বা—
দদ্বৈতং নৌমি রাধাদনুজ বিজয়িনোরদ্ভুতং ভাবচন্দ্রম্॥

মহাভাবের উল্লাসের পরম চরমকাষ্ঠা অনুভব করত শ্রীপৌর্ণমাসী বিস্ময়োৎফুল্লমনে বৃন্দা ও নান্দীমুখীর নিকটে বলিতেছেন—যাহা প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সৃষ্টি ব্যাপিয়া সর্ব্বকাল অবস্থিত এবং ক্ষয়রহিত [ইহা প্রেম], হৃদয় চন্দ্রকান্ত মণি দ্রাবক (ইহা স্নেহ), পূর্ণ হইয়াও বক্রতাধারণকারী [ইহা মান] নিজরুচিঘটা দ্বারা সাধ্বস ধ্বংসকারী [ইহা প্রণয়]

প্রকৃষ্ট দোষ-দুঃখেও আনন্দ বিস্তারকারী (ইহা রাগ), প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নব নবতা সম্পদ ধারণকারী (ইহা অনুরাগ), মাদন অর্থাৎ মদ ধাতুর অর্থ হর্ষ ; অতএব যে মাদন সমুদয় জগতের হর্ষ প্রদাতৃ-হেতু অদ্বৈত বা দ্বিতীয় রহিত, তাহাই মাদনাখ্য মহাভাব। এতদ্দ্বারা শ্লেষার্থে বলা হইল যে, মাদন সম্বন্ধীয় চুম্বন-আলিঙ্গনাদি সর্ব্বপ্রকার সুখ ক্ষণে ক্ষণে আস্বাদন-হেতু অদ্বৈত। কিন্তু এই মাদনাখ্য মহাভাব (শ্রীরাধারাণী ব্যতিরেকে) অন্য কুত্রাপি সম্ভব হয় না। সমস্ত জগতের আনন্দদায়ক বলিয়া অতুলনীয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে শ্রীরাধার অদ্ভুত ভাবচন্দ্রকে প্রণাম করি। যেহেতু এই ভাবচন্দ্র আমাদের হৃদয়রূপ কুমুদের বিকাশক বলিয়া অদ্ভুত, তাই ভাবচন্দ্রের স্তব করি।

অনুভাব—সর্ব্বদা উপভোগেও শ্রীকৃষ্ণগন্ধাভাস আধারে স্তুতি।

দুষ্করং কতরদালি! মালতী কোমলেয়মকরোত্তপঃ পুরা?
হন্ত গোষ্ঠপতি নন্দনোপমং যা তমালমমলোপ গূহতে॥

ললিতার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে পুষ্পচয়নে সমাগতা শ্রীরাধা তত্রত্য তমালাবলম্বিনী মালতীকে দেখিয়া ললিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক মালতীকে শ্লাঘা ও স্তুতি করিতেছেন,—'হে সখি! মৃদুলা হইলেও এই মালতী পূর্ব্বজন্মে কঠোরাত্ম গণেরও দুরনুষ্ঠেয় সকাম বা নিষ্কাম কোন্ জাতীয় বা কিরূপ তপস্যাই করিয়াছিল যে, উহা ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত উপমা ও বর্ণাদির সাদৃশ্যে সমান তমালকে আলিঙ্গন করতঃ সুখে বিরাজ করিতেছে!!

মাদনাখ্য মহাভাবের বিলক্ষণত্ব।

যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্রঃ কোঽপি মাদনঃ। যদ্বিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলা সহস্রধা॥

এই অনির্ব্বাচ্য বিলক্ষণ মাদনাখ্য মহাভাব সম্ভোগ-কালেই উদয় লাভ করে, কিন্তু বিয়োগে নহে। এই মাদনের অসংখ্য প্রকার বিভ্রমাবর্ত্ত প্রতিক্ষণেই আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অনুভাব বহন করিয়া উদিত হইয়া থাকে।

আনন্দচন্দ্রিকা টীকা—শ্রীভাগবতামৃতোক্ত সিদ্ধান্তাৎ সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভয়োঃ যৌগপদ্যং প্রকাশভেদেন বর্ত্তত এব ; প্রকাশভেদেচাভিমান ভেদাৎ যত্র প্রকাশে সম্ভোগঃ তত্র সংযোগিনী এব অহং ইতি। যত্র চ প্রকাশে বিপ্রলম্ভঃ বিরহ তত্র বিরহিণী এব অহং ইতি শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী খলু অভিমন্যতে। যদা তু মাদনাখ্য স্থায়ী স্বয়ং উদয়তে তৎক্ষণে এব চুম্বনালিঙ্গনাদি সম্ভোগানুমধ্যে এব বিবিধং বিয়োগানুভবঃ ইতি একস্মিন্ এব প্রকাশে প্রকাশদ্বয়ধর্ম্মানুভবঃ। স চ বিলক্ষণ রূপঃ এব ইতি। নমু এবং চেৎ সম্ভোগকালে অপি কথং অতি তৃষ্ণাময়া তাদৃশী উক্তিঃ সম্ভবতী ইতি তত্রাহ বিচিত্র ইতি। সহস্রধা সম্ভোগকালে সহস্রধা এব সহস্রধা এব উৎকণ্ঠা ইতি অদ্ভুতমেব ইত্যর্থঃ। তেন বিপ্রলম্ভস্য বিস্ফূর্ত্তিঃ ইতি লক্ষিত লক্ষণেন অনুরাগেন সহ অস্য সাঙ্কর্য্যং ন মন্তব্যং। তত্র হি বিপ্রলম্ভস্য প্রথমং অনুভবঃ ততশ্চ কান্তস্মরণ গৌণঃ পুণ্যাৎ তস্য স্ফূর্ত্তিঃ। স্ফূর্ত্তি প্রাপ্তে শ্রীকৃষ্ণ-আলিঙ্গনকালে চ এতাদৃশী উৎকণ্ঠোক্তিশ্চ ইতি।

টীকার ব্যাখ্যা—শ্রীভাগবতের সিদ্ধান্তানুসারে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের যুগপৎ প্রকাশভেদে স্থিতি হয় এবং প্রকাশ-ভেদ-হেতু অভিমানের ভেদ হয় বলিয়া যে প্রকাশে সম্ভোগ, সেই প্রকাশে আমি সংযোগিণী ; এবং যে প্রকাশে বিপ্রলম্ভ, সেই প্রকাশে আমি বিরহিণী—শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী নিশ্চয়রূপে এইরূপ অভিমান করেন। কিন্তু যখন মাদনাখ্য স্থায়ীভাব স্বয়ং উদিত হয়, তখন চুম্বনালিঙ্গনাদি সম্ভোগানুভবমধ্যেই বিবিধ প্রকার বিয়োগেরও অনুভব হয় ; সুতরাং একই প্রকাশে প্রকাশদ্বয়ের ধর্ম্ম অনুভব হয়—ইহাই মাদনরসের বিলক্ষণতা। যদি মাদনের ধর্ম্ম এই প্রকারই হয়, তবে সম্ভোগ-কালে কি প্রকারে অতিশয় তৃষ্ণাময়ী তাদৃশী উক্তি সম্ভব হয়? এই নিমিত্তই ইহাকে বিচিত্র অর্থাৎ সম্ভোগকালেও সহস্র প্রকারে উৎকণ্ঠা বহন করে বলিয়া অত্যদ্ভুত বলা হইয়াছে।

'বিপ্রলম্ভেও শ্রীকৃষ্ণের বিস্ফূর্ত্তি'—অনুরাগের অনুভাবমধ্যে পঠিত এই লক্ষণের সহিত মাদনের সাঙ্কর্য্য হয়—একথা বলা চলে না। অনুরাগে প্রথমতঃ বিপ্রলম্ভের অনুভব, তৎপরে কান্তের পুনঃ পুনঃ স্মরণ-হেতু স্ফূর্ত্তি

প্রাপ্তি ও শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গনকালে এ জাতীয় মহোৎকণ্ঠাজনিত উক্তি হয় না—সুতরাং সর্ব্বথা বিলক্ষণ মাদন মহাভাবের অত্যদ্ভুততা-নিবন্ধন যুগপৎ সম্ভোগ ও বিরহানুভব এবং তজ্জাত অনুভাব অবশ্যই স্বীকার্য্য।

এই মাদনাখ্য মহাভাবময়ী শ্রীরাধা যথা—

তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী॥
(উঃ রাধাপ্রকরণ ৩)

ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। এই উভয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে রাধা অধিকা, ইনি মহাভাবস্বরূপা এবং গুণ দ্বারা অতিশয় বরীয়সী।

আনন্দ চন্দ্রিকা টীকা—মহাভাবেতি প্রেমভক্তির্হি পূর্ব্ব গ্রন্থে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মোত্যত্র পরমানন্দরূপতয়া দর্শিতা। তস্যাশ্চ রসত্বাপত্তিঃ স্থাপিতা অস্মিংশ্চ গ্রন্থে আনন্দচিন্ময়েতি ব্রহ্মসংহিতা বচনেন গোপ্য এব আনন্দচিন্ময়রসত্বেন স্থাপিতাঃ প্রেমভক্তেশ্চ স্নেহ-প্রণয়াদ্যুত্তরঃ পরম সারভাগো মহাভাবঃ স চ স্বজন-আর্য্যপথ ত্যাগং বিনা ন ভবতীতি মহাভাবলক্ষণে শ্রীমজ্জীব গোস্বামী চরণানাং ব্যাখ্যানাৎ রুক্মিণ্যাদীনাং হ্লাদিনী শক্তিত্বেঽপি ন মহাভাবরূপত্বং; ব্রজদেবীনাং শ্রীরাধায়া এবাংশভূতানাং মহাভাবাংশরূপত্বেঽপি মহাভাবসারভূত মাদন ভাগাভাবাৎ ন মহাভাবস্বরূপত্বং। যথা নদনদীতড়াগাদীনাং জলাশয়ত্বেঽপি ন জলধিত্বং। কিন্তু সমুদ্রস্যৈব যথা জলধিত্বং। তথৈব শ্রীরাধায়া এব মহাভাবস্বরূপত্বং। তেষাং ব্যাখ্যানাং যথা দুঃখস্য পরমকাষ্ঠা কুলবধূনাং স্বয়মপি পরম সুমর্য্যাদানাং স্বজনমার্য্যপথাভ্যাং ভ্রংশ এব নাগ্ন্যাদির্ন্ন চ মরণং। ততশ্চ তত্তৎকারিতয়া প্রতীতোঽপি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধসুখায় কল্পতে চেত্তর্হ্যেব রাগস্য পরমেয়ত্তা। ততশ্চ তামাশ্রিত্যৈব প্রবৃত্তোঽনুরাগো ভাবায় কল্পতে। সচারম্ভত এব ব্রজদেবীষ্বেব দৃশ্যন্তে। পট্টমহিষীষু তু সম্ভাবয়িতুমপি ন শক্যতে। তদেবমেব তা এবোদ্দিশ্য উদ্ধবঃ স চমৎকারমাহ। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বেতি।

অনুবাদ—পূর্ব্বগ্রন্থে (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে) প্রেমভক্তিকে 'শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা' বলিয়া পরমানন্দরূপে দেখান হইয়াছে। সেই প্রেমভক্তির রসত্বাপত্তিও স্থাপন করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে (শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে) ও 'আনন্দচিন্ময়-রস' এই ব্রহ্মসংহিতার বচন দ্বারা গোপীগণেরই আনন্দচিন্ময়রসত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। প্রেমভক্তির ও স্নেহ-প্রণয়াদির পরবর্ত্তী পরম সারভাগই মহাভাব। সেই মহাভাব স্বজন-আর্য্যপথত্যাগ ভিন্ন হয় না। শ্রীমৎ জীব গোস্বামিপাদের মহাভাব লক্ষণে এই প্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির হ্লাদিনী শক্তিত্ব থাকিলেও মহাভাবরূপত্ব নাই। ব্রজদেবীগণের (শ্রীরাধার কায়ব্যূহ বলিয়া) শ্রীরাধারই অংশভূত বলিয়া মহাভাবাংশরূপত্ব থাকিলেও মহাভাবের সারভূত মাদনাখ্য মহাভাবের অভাব-হেতু মহাভাবস্বরূপত্ব নাই। অর্থাৎ ব্রজদেবীগণ মহাভাবরূপা হইলেও মহাভাবস্বরূপা নহেন। যেমন নদ-নদী-তড়াগাদির জলাশয়ত্ব থাকিলেও জলধিত্ব নয়; কিন্তু একমাত্র সমুদ্রেরই যথা জলধিত্ব (নদ-নদী প্রভৃতিকে জলাশয় বলা যায় কিন্তু জলধি বলা যায় না) সেই প্রকার শ্রীরাধারাণীরই মহাভাবস্বরূপত্ব, অন্য ব্রজদেবীগণের নহে। অর্থাৎ অন্য ব্রজদেবীগণ—মহাভাবরূপা কিন্তু শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপা।

শ্রীমৎ জীব গোস্বামি পাদের টীকার ব্যাখ্যাঃ—পরম সুমর্য্যাদাবতী কুলবধূগণের পরম দুঃখের কারণ হইতেছে—স্বজন ও আর্য্যপথ ভ্রংশন। অগ্নিপ্রবেশ বা বিষপানে মরণও তাঁহারা সাদরে অঙ্গীকার করেন, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে বেদ মর্য্যাদা ও কুল মর্য্যাদা অতিক্রম রূপ লজ্জাত্যাগ সর্ব্বথা অসম্ভব। অথচ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বজন-আর্য্যপথ ত্যাগরূপ মহাদুঃখও তাঁহাদের সুখের নিমিত্ত হইয়াছিল। তাহাই রাগের পরমাবধি। তদনন্তর রাগের পরমাবধিকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে যে অনুরাগ, তাহাই মহাভাবরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই মহাভাব প্রথম (আরম্ভ) হইতেই ব্রজদেবীগণে দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু পট্টমহিষীগণে এই ভাবের সম্ভাবনাও করিতে পারা যায় না। তাই দ্বারকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয় পন্ডিকর শ্রীল উদ্ধব মহাশয় ব্রজসুন্দরীগণকে লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যভরে বলিয়াছেন—

আসামহো চরণরেণুজুষামহংস্যাম্, বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধিনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা, ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ (ভাগবত)

(তৃতীয় স্তবক)

রাগোল্লাস বিলঙ্ঘিতার্য্যপদবী বিশ্রান্তয়োঽপ্যুদ্ধুর—
শ্রদ্ধারজ্যদরুন্ধতীমুখ সতীবৃন্দেন বন্দ্যে হিতাঃ।
আরণ্যা অপি মাধুরী পরিমল ব্যাক্ষিপ্ত লক্ষ্মীশ্রিয়—
স্তা স্ত্রৈলোক্য বিলক্ষণা দদতু বঃ কৃষ্ণস্য সখ্যঃ সুখম্‌॥ (উঃ কৃষ্ণবল্লভা)

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রথম দৌত্যকর্ম্মে প্রবৃত্তা নান্দীমুখী ও গার্গীর প্রতি পৌর্ণমাসী কহিলেন, 'ওহে দূতীগণ! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ বশতঃ কোন্ ব্রজরামাগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মমর্য্যাদার অন্তসীমা না উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে! তথাপি অরুন্ধতী প্রভৃতি মহাসতীবৃন্দ অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদের কুঞ্জ-অভিসারাদি চেষ্টার প্রশংসা করিয়া থাকেন।

তাঁহারা বনচরী হইলেও তাঁহাদের মাধুর্য্য-পরিমল দ্বারা বৈকুণ্ঠস্থ লক্ষ্মীদেবীরও শ্রী বিশ্রী হয়। অতএব ত্রিভুবন-বিলক্ষণা সেই সকল কৃষ্ণপ্রেয়সী তোমাদের হর্ষবিধান করুন।

শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড পরমানন্দস্বরূপ হইয়াও যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং আনন্দ উপভোগ করেন এবং ভক্তগণকেও উপভোগ করান, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী। আবার এই হ্লাদিনী শক্তিও দ্বিবিধরূপে শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ উপভোগ করান,—এক অমূর্ত্তাবস্থায় শক্তিরূপে, অপর শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা মূর্ত্তস্বরূপে শ্রীরাধিকারূপে।
কেবলমাত্র অমূর্ত্ত শক্তিরূপে লীলার অসিদ্ধিহেতু এই হ্লাদিনীশক্তি ক্রমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব বা মহাভাব এবং মাদনাখ্য মহাভাবরূপে পরিণত। এই মাদনাখ্য মহাভাবই—মূর্ত্তিমতী বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধিকা।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির বৈচিত্রী—স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব এবং রূঢ়, অধিরূঢ়, মোদন, মোহন ও মাদনাখ্য মহাভাবসকল নিত্যধামে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছেন এবং তাঁহাদের বার্ত্তা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুমোদনকারীগণকে বলাৎকারে আত্মসাৎ করিবার জন্য সর্ব্বদা গর্জ্জন করিতেছেন।

মাদনাখ্য মহাভাবময়ী শ্রীরাধার স্বরূপের পরিচয়

(প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবরাজ—স্তবাবলী)

মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তারত্নোদ্ভাবিত বিগ্রহাম্‌। সখীপ্রণয়সদ্গন্ধ বরোদ্বর্ত্তন সুপ্রভাম্‌॥১॥

যাঁহার শ্রীমূর্ত্তিখানি মহাভাবরূপ উজ্জ্বল চিন্তামণি দ্বারা উদ্ভাবিতা অর্থাৎ নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত মহাভাবৈক উপাদানময়ী। সখীগণের প্রতি নিজের অথবা নিজের প্রতি সখীগণের যে প্রণয়, সেই প্রণয়রূপ সুগন্ধী শ্রেষ্ঠ উদ্বর্ত্তনে যাঁহার শ্রীঅঙ্গের সুন্দর প্রভা বিচ্ছুরিত হইতেছে॥১

কারুণ্যামৃতবীচিভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া। লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্‌॥২॥

প্রভাতে প্রথমে জলপ্রবাহে স্নানের ন্যায় যিনি কারুণ্যরূপ অমৃতের লহরীতে স্নান করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রথমতঃ বয়ঃসন্ধির অবস্থায় বাল্য চাপল্যের অপগমে পরম করুণাময়ী হইয়াছেন, এবং মধ্যাহ্নে সুকুমারীগণের দাসী-নিসৃষ্ট জলধারায় স্নানের ন্যায় যিনি তদনন্তর তারুণ্যরূপ অমৃতের ধারায় স্নপিতা হইয়াছেন অর্থাৎ বয়ঃসন্ধির পর নব যৌবনসম্পন্না হইয়াছেন এবং সায়াহ্নে নিদাঘজনিত তাপ অপনোদনের জন্য জলসমূহে অবগাহনের ন্যায় যিনি তদুপরি লাবণ্যরূপ অমৃতের বন্যায় স্নান করিয়াছেন অর্থাৎ মুক্তাভ্যন্তরস্থ কান্তির তরলতার ন্যায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তি সমূহ তরলত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিকীর্ণ হইতেছে এবং যিনি নিজ সুষমাদ্বারা ইন্দিরা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীকেও গ্লানিযুক্ত বা মলিনতা প্রাপ্ত করাইতেছেন।২।

(এই ত্রিবিধ স্নানের রূপকে বলা হইল যে,—শ্রীরাধার দেহ যুগপৎ কারুণ্য, তারুণ্য ও লাবণ্যের সমাশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণের যেমন কৈশোরে নিত্যস্থিতি, সেই প্রকার শ্রীরাধার মধ্য কৈশোরে নিত্যস্থিতি; সুতরাং কারুণ্য, তারুণ্য এবং লাবণ্য সর্ব্বদাই এককালে তাঁহার মধ্যে বিরাজমান)।

হ্রী পট্টবস্ত্র গুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্য ঘুসৃণাঞ্চিতাম্‌। শ্যামলোজ্জ্বল কস্তূরী বিচিত্রিত কলেবরাম্‌॥৩॥

লজ্জারূপ পট্টবস্ত্রের দ্বারা যাঁহার শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদিত অর্থাৎ যিনি পরম লজ্জাবতী, যিনি সুন্দরতারূপ কুঙ্কুম দ্বারা খচিতা বা সুশোভিতা এবং শ্যামল উজ্জ্বল রসরূপ কস্তুরী দ্বারা যাঁহার কলেবর বিচিত্রিত॥৩॥

কম্পাশ্রুপুলকস্তম্ভস্বেদগদ্গদরক্ততা। উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ॥৪॥

(তৃতীয় স্তবক)

কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্গদ, বৈবর্ণ্য (সপ্ত সাত্ত্বিক), উন্মাদ এবং জড়তা (ব্যভিচারীদ্বয়) এই নয়টী ভাবরূপ উত্তমরত্নদ্বারা যিনি অলঙ্কৃতা ॥৪॥

কণ্ঠালঙ্কৃতিসংশ্লিষ্টাং গুণালী পুষ্পমালিনীম্ । ধীরাধীরাত্বসদ্বাসপটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাম্ ॥৫॥

বিনীতা, করুণাপূর্ণা, বিদগ্ধা, পাটবান্বিতা, লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদা, ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী ইত্যাদি গুণশ্রেণীরূপ পুষ্পমালা যাঁহার শ্রীঅঙ্গে বিরাজিত রহিয়াছে এবং ধীরা-অধীরাত্বরূপ সুগন্ধ পটবাস অর্থাৎ সুগন্ধচূর্ণ সমূহের দ্বারা যিনি উজ্জ্বলাঙ্গী হইয়াছেন ॥৫

প্রচ্ছন্নমান ধম্মিল্ল্যাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাম্ । কৃষ্ণনাম যশঃ শ্রাববতংসোল্লাসি কর্ণিকাম্ ॥৬॥

'প্রচ্ছন্নমানই যাঁহার ধম্মিল্য বা সুসংবদ্ধ কেশপাশ (খোঁপা) অর্থাৎ ধম্মিল্য যেমন বস্ত্রাবৃত থাকায় অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ যাঁহার প্রচ্ছন্নমানও নিজমনের ভাব গোপন-হেতু কাহারও বোধের বিষয় হয় না। সৌভাগ্য অর্থাৎ সমস্ত প্রেয়সীগণ হইতে শ্রীরাধিকা[illegible]একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমপাত্রী, সর্ব্বজনবিদিত শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেয়সী শিরোমণিরূপে যে খ্যাতি, তাহাই ল[illegible] উজ্জ্ব[illegible]লকস্থানীয় ; এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম ও যশঃ শ্রবণরূপ কর্ণভূষণ দ্বারা যাঁহায় কর্ণ[illegible]রম মোহনতা প্রাপ্ত হইয়াছে ।৬॥

রাগতাম্বুলরক্তোষ্ঠিং [illegible]কৌটীল্য কজ্জলাম্ । নর্ম্মভাষিত নিঃস্যন্দ স্মিতকর্পূরবাসিতাম্ ॥৭॥

অনুরাগরূপ তাম্বুলের [illegible] যাঁহার ওষ্ঠ রঞ্জিত হইয়াছে এবং প্রেম-কৌটীল্য অর্থাৎ প্রেমজনিত বক্রতাই যাঁহার নয়নের কজ্জল সদৃশ হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণ ও সখীগণের যে নর্ম্ম অর্থাৎ পরিহাসময় বাক্য, তজ্জন্য মৃদুমন্দ মধুময় হাস্যরূপ কর্পূরের দ্বারা যিনি সুবাসিতা অর্থাৎ মধুরা হইতেও সুমধুরা হইয়াছেন ॥৭॥

সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কো পরিলীলয়া । নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্য বিচলত্তরলাঞ্চিতম্ ।।৮॥

যিনি সৌরভরূপ অন্তঃপুরে অর্থাৎ সর্ব্বত্রব্যাপিনী কীর্ত্তিরূপ অন্তঃপুরে গর্ব্ব অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ আমারই" এই মদীয়তাময় ভাবরূপ পর্য্যঙ্কোপরি লীলায় উপবিষ্টা হইয়া প্রেমবৈচিত্ত্য অর্থাৎ প্রেমের মহা উৎকর্ষ স্বভাবে কান্তসঙ্গে বিলসিত অবস্থাতেও বিচ্ছেদপ্রাপ্তিরূপ ভাবরত্ন যাঁহার হৃদয়ে হারাবলীর তরল অর্থাৎ ধুকধুকী নামক মধ্যমণিরূপে বিশোভিত ।৮

প্রণয়-ক্রোধ-সচ্চোলীবন্ধ গুপ্তকৃতস্তনাম্ । সপত্নী বক্ত্র হৃচ্ছোষী যশঃ শ্রীকচ্ছপীরবাম্ ।।৯॥

প্রণয়োত্থ ক্রোধরূপ বিলক্ষণ কঞ্চুলিকাবন্ধ দ্বারা যাঁহার স্তনদ্বয় আবৃত হইয়াছে এবং সপত্নীর মত ব্যবহার-কারিণী চন্দ্রাবলী প্রভৃতির হৃদয়, মুখ এবং মনের শোষণকারিণী যশঃরাশিই যাঁহার কচ্ছপী অর্থাৎ বীণার মধুর ঝঙ্কার ॥৯॥

মধ্যতাত্মসখীস্কন্ধ লীলান্যস্তকরাম্বুজাম্ । শ্যামাং শ্যামস্মরামোদ মধুলী পরিবেশিকাম্ ॥১০॥

মধ্যতা অর্থাৎ মধ্যা নায়িকোচিত ভাবরূপ নিজ সখীর স্কন্ধে যিনি লীলাকমলরূপ করকমলকে অর্পণ করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি মধ্যা নায়িকার ভাবে স্থিত হইয়া লীলাবিলাস করিতেছেন এবং যিনি শ্যামা অর্থাৎ শীতকালে উষ্ণা, উষ্ণকালে শীতলা ও কান্ত-আকর্ষণশীলা ; এবং যিনি কৃষ্ণকে শ্যামরস (উজ্জ্বল রসরূপ) মধু পান করাইতেছেন ॥১০॥

ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ । স্ব-দাসামৃত-সেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্ ॥১১॥

হে রাধে ! এবম্ভূত যে তুমি, সেই তোমার নিকট দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া প্রণতি বিধান পূর্ব্বক এই জন প্রার্থনা করিতেছে যে, তুমি নিজদাস্যরূপ অমৃত সিঞ্চনের দ্বারা এই সুদুঃখিত জনকে উজ্জীবিত কর ॥১১॥

ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ । অতো গান্ধর্ব্বিকে ! হা হা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশম্ ॥১২॥

হে অপার করুণাময়া গান্ধর্ব্বিকে ! করুণাময় জন যেমন শরণাগত দুষ্টব্যক্তিকেও ত্যাগ করেন না, সেই প্রকার তোমার শরণাপন্ন এই পরম দুষ্ট আমাকে ত্যাগ করিও না ॥১২॥

প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যং স্তবরাজমিমং জনঃ । শ্রীরাধিকা-কৃপাহেতুং পঠংস্তদ্দাস্যমাপ্নুয়াৎ ॥১৩

যে ব্যক্তি শ্রীরাধিকার কৃপাজনক এই প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যস্তবরাজ অর্থাৎ প্রেমকমলের মকরন্দস্বরূপ এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি শ্রীরাধিকার দাস্যলাভের যোগ্যতা লাভ করেন ॥১৩॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে বর্ণিত—

মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ । ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥
রাধাপ্রতি কৃষ্ণ-স্নেহ-সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন । তাতে অতি সুগন্ধ দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥

কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম। এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি॥
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম॥ কিলকিঞ্চিতাদি ভাব-বিংশতি ভূষিত।
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান। গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥
নিজ লজ্জা-শ্যাম পট্ট শাটী পরিধান॥ সৌভাগ্য-তিলক চারু-ললাটে উজ্জ্বল।
কৃষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন। প্রেমবৈচিত্ত্য-রত্ন হৃদয়ে তরল॥
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥ মধ্য বয়ঃ স্থিতি সখী-স্কন্ধে করন্যাস।
সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম সখি-প্রণয় চন্দন। কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ॥
স্মিত কান্তি কর্পূর-তিনে অঙ্গ বিলেপন॥ নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক।
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ ভর। তাতে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥ কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ অবতংশ কাণে।
প্রচ্ছন্ন মান,— বাম্য ধম্মিল্য-বিন্যাস। কৃষ্ণনাম-গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
ধীরাধীরাত্মক-গুণ অঙ্গে পটবাস॥ কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধু-পান।
রাগ-তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
প্রেম-কৌটিল্য নেত্র-যুগলে কজ্জল॥ কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম-রসের আকর।
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষাদি সঞ্চারী। অনুপম গুণগণ-পূর্ণ কলেবর॥

গুণ মাধুরী

অনন্তগুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান। যেই গুণে বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান॥

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ। মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা॥
চারু-সৌভাগ্য-রেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা। সঙ্গীতপ্রবরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্ম-পণ্ডিতা॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা। লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যশালিনী॥
সুবিলাসা মহাভাব-পরমোৎকর্ষতর্ষিণী। গোকুল প্রেমবসতি র্জগৎ শ্রেণী-লসদ্যশাঃ॥
গুর্ব্বর্পিত গুরুস্নেহা সখী-প্রণয়িতাবশা। কৃষ্ণপ্রিয়াবলা মুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা॥
বহুনাং কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব॥ (উঃ শ্রীরাধাপ্রকরণ)

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার অনন্ত গুণের মধ্যে প্রধান পঁচিশটী গুণ কীর্ত্তিত হইতেছে। যথা—তিনি মধুরা অর্থাৎ সর্ব্ব-বিষয়ে চারুতাবিশিষ্টা, নিত্য কিশোরী, চঞ্চল কটাক্ষশালিনী, উজ্জ্বল মৃদুমধুর হাস্যকারিণী, কর-চরণে চারু সৌভাগ্যরেখান্বিতা, নিজাঙ্গগন্ধে শ্রীকৃষ্ণকে উন্মত্তকারিণী, সঙ্গীত বিদ্যায় সুনিপুণা, মনোরম বাক্যপটু, পরিহাসপটু, নম্র প্রকৃতি, করুণা-ময়ী, কলাবিলাসপটু, চাতুর্য্যশালিনী, লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদা অর্থাৎ সাধুমার্গ হইতে অবিচলিতা, ধৈর্য্যশালিনী অর্থাৎ দুঃখসহিষ্ণু, গাম্ভীর্য্যশালিনী, সুবিলাসময়া, অধিরূঢ় মহাভাবের চরমোৎকর্ষ-হেতু শ্রীকৃষ্ণে অপার তৃষ্ণাময়া, গোকুলবাসীদিগের প্রীতিপাত্রী, ব্রহ্মাণ্ডবাসিতে যশোরাশিবিস্তারিণী, গুরুবর্গের পরম স্নেহপাত্রী, সখী-প্রণয়ে বশীভূতা, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণের সর্ব্বপ্রধানা ও শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই তাঁহার বচনাধীন। অধিক কি বলিব? শ্রীকৃষ্ণবৎ ইঁহারও গুণরাজি সংখ্যাতীতই।

কর্ত্তুং শর্ম্ম ক্ষণিকমপি যে সাধ্য মুজ্ঝত্যশেষং,
চিত্তোৎসঙ্গেন ভজতি ময়া দত্ত খেদাপ্যসূয়াং
শ্রুত্বা চান্তর্ব্বিদলতি মৃষাপ্যার্ত্তি বার্ত্তালবং মে,
রাধামূর্দ্ধিন্যখিল সুদৃশাং রাজতে সদ্গুণেন॥ (উঃ নায়িকা ভেদ)।

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে কহিলেন সখে! আমার প্রতি শ্রীরাধার কি আশ্চর্য্য প্রীতি, ক্ষণকালের নিমিত্তও যদি আমার সুখবিধান করিতে নিজের অখিল ব্যবহারিক কার্য্য বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাও করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাকে খেদান্বিত করিলে তাঁহার মনোমধ্যে অসূয়ার উদয় হয়না; আর যদি কেহ তাঁহার অগ্রে মিথ্যা করিয়া আমার কিঞ্চিন্মাত্র পীড়ার কথা বলে, তাহাতেও তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে। অহো! এই সকল সদ্গুণেই শ্রীরাধা নিখিল মৃগনয়নাগণের শিরোমণি-রূপে পরম উৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।

আনন্দচন্দ্রিকা টীকার ব্যাখ্যা—একক্ষণের জন্যও আমার সুখবিধান করিতে গিয়া নিজের লাভ-প্রতিষ্ঠা, দৈহিক শয়ন-ভোজনাদি প্রাণধারণ পর্য্যন্ত অশেষ ব্যবহারিক সাধ্য এবং দেব-ব্রাহ্মণ সেবাদি অশেষ পারমার্থিক সাধ্য ত্যাগ করেন। (ইহা রাগের লক্ষণ) আমার প্রদত্ত খেদে (খেদের কারণ সত্ত্বেও) অসূয়া করেন না। (ইহা প্রেমের লক্ষণ) আমার সুখেও আর্ত্তি আশঙ্কায় খিন্নত, (ইহা রূঢ় মহাভাবের লক্ষণ)।

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। যাঁর ঠাঁই কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী। যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥

কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা-শ্যাম পট্ট শাটী পরিধান॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন।
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম সখি-প্রণয় চন্দন।
স্মিত কান্তি কর্পূর-তিনে অঙ্গ বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥
প্রচ্ছন্ন মান,— বাম্য ধম্মিল্য-বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মক-গুণ অঙ্গে পটবাস॥
রাগ-তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম-কৌটিল্য নেত্র-যুগলে কজ্জল॥
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব-বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥
সৌভাগ্য-তিলক চারু-ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য-রত্ন হৃদয়ে তরল॥
মধ্য বয়ঃ স্থিতি সখী-স্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ অবতংশ কাণে।
কৃষ্ণনাম-গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধু-পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম-রসের আকর।
অনুপম গুণগণ-পূর্ণ কলেবর॥

গুণ মাধুরী

অনন্তগুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান। যেই গুণে বশ হয় [illegible] ভগবান॥

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা॥
চারু-সৌভাগ্য-রেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রবরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্ম-পণ্ডিতা॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যশালিনী॥
সুবিলাসা মহাভাব-পরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুল প্রেমবসতি জগৎ শ্রেণী-লসদ্‌যশাঃ॥
গুর্ব্বর্পিত গুরুস্নেহা সখী-প্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলা মুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা॥
বহুনাং কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব॥ (উঃ শ্রীরাধাপ্রকরণ)

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার অনন্ত গুণের মধ্যে প্রধান পঁচিশটী গুণ কীর্ত্তিত হইতেছে। যথা—তিনি মধুরা অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে চারুতাবিশিষ্টা, নিত্য কিশোরী, চঞ্চল কটাক্ষশালিনী, উজ্জ্বল মৃদুমধুর হাস্যকারিণী, কর-চরণে চারু সৌভাগ্যরেখান্বিতা, নিজাঙ্গগন্ধে শ্রীকৃষ্ণকে উন্মত্তকারিণী, সঙ্গীত বিদ্যায় সুনিপুণা, মনোরম বাক্যপটু, পরিহাসপটু, নম্র প্রকৃতি, করুণাময়ী, কলাবিলাসপটু, চাতুর্য্যশালিনী, লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদা অর্থাৎ সাধুমার্গ হইতে অবিচলিতা, ধৈর্য্যশালিনী অর্থাৎ দুঃখসহিষ্ণু, গাম্ভীর্য্যশালিনী, সুবিলাসময়ী, অধিরূঢ় মহাভাবের চরমোৎকর্ষ-হেতু শ্রীকৃষ্ণে অপার তৃষ্ণাময়ী, গোকুলবাসীদিগের প্রীতিপাত্রী, ব্রহ্মাণ্ডাবলিতে যশোরাশিবিস্তারিণী, গুরুবর্গের পরম স্নেহপাত্রী, সখী-প্রণয়ে বশীভূতা, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণের সর্ব্বপ্রধানা ও শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই তাঁহার বচনাধীন। অধিক কি বলিব ? শ্রীকৃষ্ণবৎ ইঁহারও গুণরাজি সংখ্যাতীতই।

কর্ত্তুং শর্ম্ম ক্ষণিকমপি যে সাধ্য মুজ্‌ঝত্যশেষং,
চিত্তোৎসঙ্গেন ভজতি ময়া দত্ত খেদাপ্যসূয়াং
শ্রুত্বা চান্তর্ব্বিদলতি মৃষাপ্যার্ত্তি বার্ত্তালবং মে,
রাধামূৰ্দ্ধিন্যখিল সুদৃশাং রাজতে সদ্‌গুণেন॥ (উঃ নায়িকা ভেদ)।

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে কহিলেন সখে! আমার প্রতি শ্রীরাধার কি আশ্চর্য্য প্রীতি, ক্ষণকালের নিমিত্তও যদি আমার সুখবিধান করিতে নিজের অখিল ব্যবহারিক কার্য্য বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাও করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাকে খেদান্বিত করিলে তাঁহার মনোমধ্যে অসূয়ার উদয় হয়না ; আর যদি কেহ তাঁহার অগ্রে মিথ্যা করিয়া আমার কিঞ্চিন্মাত্র পীড়ার কথা বলে, তাহাতেও তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে। অহো! এই সকল সদ্‌গুণেই শ্রীরাধা নিখিল মৃগনয়নাগণের শিরোমণিরূপে পরম উৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।

আনন্দচন্দ্রিকা টীকার ব্যাখ্যা—একক্ষণের জন্যও আমার সুখবিধান করিতে গিয়া নিজের লাভ-প্রতিষ্ঠা, দৈহিক শয়ন-ভোজনাদি প্রাণধারণ পর্য্যন্ত অশেষ ব্যবহারিক সাধ্য এবং দেব-ব্রাহ্মণ সেবাদি অশেষ পারমার্থিক সাধ্য ত্যাগ করেন। (ইহা রাগের লক্ষণ) আমার প্রদত্ত খেদে (খেদের কারণ সত্ত্বেও) অসূয়া করেন না। (ইহা প্রেমের লক্ষণ) আমার সুখেও আর্ত্তি আশঙ্কায় খিন্নত্ব, (ইহা রূঢ় মহাভাবের লক্ষণ)।

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। যাঁর ঠাই কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী। যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার। তাঁর গুণ বর্ণিবে কেমনে জীব ছার॥ (শ্রী চৈঃ চঃ)

(তৃতীয় স্তবক)

লীলামাধুরী

অন্তঃ স্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণ ব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাঙ্কুরা,
কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা,
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিত স্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ॥ (উঃ অনুভাব প্রকরণ)

শ্রীগোবর্দ্ধন-দানঘাটির পথে শ্রীকৃষ্ণ যখন দানগ্রহণের ছলে শ্রীরাধিকার পথ অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন শ্রীরাধার হর্ষবশতঃ যে ঈষৎ হাস্য, রোদন, ক্রোধ, অভিলাষ, ভয়, গর্ব্ব ও অসূয়া এই সাতটী ভাবের একসঙ্গে উদয় হইয়াছিল, তাহার নাম কিলকিঞ্চিতভাব (ইহা বিংশতি অলংকারের একতম)। শ্রীরাধার কেবল চক্ষুর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই যে উক্ত সাতটী ভাবের অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে যথা—

১। **অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা**—শ্রীরাধার নয়নের যে দৃষ্টি তাঁহার অন্তরের আনন্দজনিত ঈষৎ হাস্যে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল (ইহা স্মিত) ২। **জলকণাব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাঙ্কুরা**—যে দৃষ্টির (নয়নের) পক্ষ্মসকল অশ্রুকণা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল (ইহা রোদন), ৩। **কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা**—যে দৃষ্টির (নয়নের) প্রান্তভাগ ঈষৎ অরুণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল (ইহা ক্রোধ) ৪। **রসিকতোৎসিক্তা**—যে দৃষ্টি রসিকতায় উৎসিক্তা অর্থাৎ রসাস্বাদন বাসনায় আপ্লুতা (ইহা অভিলাষ) ৫। **পুরঃ কুঞ্চতী**—শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অবস্থিতি-হেতু যে দৃষ্টির প্রান্তভাগ ঈষৎ কুঞ্চিত বা সঙ্কোচিত হইয়াছিল (ইহা ভয়) ৬-৭। **মধুর ব্যাভুগ্নতারোত্তরা**—অর্থাৎ মধুর তারোত্তরা—মাধুর্য্যমণ্ডিত চক্ষের তারকাদ্বয় (ইহা গর্ব্ব) ব্যাভুগ্নতারোত্তরা—চক্ষের তারকাদ্বয়ের বক্রতা (ইহা অসূয়া) অর্থাৎ যে দৃষ্টির (নয়নের) তারকাদ্বয় মধুরভাবে বক্রতাধারণ করিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্যশালিনী হইয়াছিল। কিলকিঞ্চিত ভাবরূপ পুষ্পগুচ্ছ পরিশোভিতা শ্রীকৃষ্ণের মনোহারিণী শ্রীরাধার সেই নয়ন-দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

নাম মাধুরী

'নামমাত্র জগচ্চিত্তদ্রাবিকা দীনপালিকা।'
'কৃষ্ণ সর্ব্বেন্দ্রিয়োন্মাদি রাধেত্যক্ষরযুগ্মকা॥'

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র জগতের জীবমাত্রের চিত্ত দ্রবীভূত হয়, যিনি দীন জনের প্রতি বিশেষভাবে করুণাময়ী এবং রক্ষাকারিণী। যাঁহার নামের 'রাধা' এই দুইটী অক্ষর শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়কে আনন্দে উন্মত্ত করে।

যজ্জাপঃ সকৃদেব গোকুলপতেরাকর্ষকস্তৎক্ষণাদ্
যত্র প্রেমবতাং সমস্ত পুরুষার্থেষু স্ফুরেত্তুচ্ছতা।
যন্নামাঙ্কিত মন্ত্রজাপনপরঃ প্রীত্যা স্বয়ং মাধবঃ
শ্রীকৃষ্ণোহপি তদদ্ভুতং স্ফুরতু মে রাধেতি বর্ণদ্বয়ম্॥ (শ্রীরাধারসসুধানিধি)

যাহা একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, যাহাতে প্রীতি-সম্পন্ন হইলে সমস্ত পুরুষার্থে তুচ্ছতা উপস্থিত হয় এমন কি স্বয়ং মাধব শ্রীকৃষ্ণও যাঁহার নামাঙ্কিত মন্ত্র প্রীতিপূর্ব্বক জপ করিয়া থাকেন, সেই অদ্ভুত 'রাধা' এই বর্ণদ্বয় আমার রসনায় স্ফুরিত হউক।

কালিন্দীতট কুঞ্জমন্দিরগতো যোগীন্দ্রবদ্ যৎ পদ—
জ্যোতির্ধ্যানপরঃ সদা জপতি যাং প্রেমাশ্রুপূর্ণো হরিঃ।
কেনাপ্যদ্ভুতমুল্লসদ্রতিরসানন্দেন সম্মোহিতা
সা রাধেতি সদা হৃদি স্ফুরতু মে বিদ্যাপরা দ্ব্যক্ষরা॥ (শ্রীরাধারসসুধানিধি ৯৫)

যমুনাতটবর্ত্তী-কুঞ্জমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যোগীন্দ্রের ন্যায় যাঁহার পদজ্যোতি ধ্যানপরায়ণ হইয়া ও প্রেমাশ্রুতে অভি-ষিক্ত হইয়া সর্ব্বদা যাহা জপ করিতেছেন, সেই অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত উল্লাসকর রতি-রসানন্দ সম্মোহিতা 'রাধা' এই দুই অক্ষরযুক্তা পরা বিদ্যা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা স্ফূরিত হউক।

গোপালোত্তরতাপন্যাং যদ্ গান্ধর্ব্বেতি বিশ্রুতা। রাধেত্যৃক্ পরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদিতা॥
অতস্তদীয় মাহাত্ম্যং পাদ্মে দেবর্ষিণোদিতম্॥ (উঃ শ্রীরাধাপ্রকরণ ৪)

গোপালতাপনি শ্রুতির উত্তর বিভাগে যিনি 'গান্ধর্ব্বা' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, ঋক্ পরিশিষ্টে মাধবের সহিত তাঁহাকেই 'রাধা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণে দেবর্ষি নারদও বলিয়াছেন। 'যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো' ইত্যাদি।

জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যার ধাম, কৃষ্ণ-সুখবিলাসের নিধি।

লীলামাধুরী

অন্তঃ স্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণ ব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাঙ্কুরা,
কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা,
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিত স্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥ (উঃ অনুভাব প্রকরণ)

শ্রীগোবর্দ্ধন-দানঘাটির পথে শ্রীকৃষ্ণ যখন দানগ্রহণের ছলে শ্রীরাধিকার পথ অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন শ্রীরাধার হর্ষবশতঃ যে ঈষৎ হাস্য, রোদন, ক্রোধ, অভিলাষ, ভয়, গর্ব্ব ও অসূয়া এই সাতটী ভাবের একসঙ্গে উদয় হইয়াছিল, তাহার নাম কিলকিঞ্চিতভাব (ইহা বিংশতি অলংকারের একতম)। শ্রীরাধার কেবল চক্ষুর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই যে উক্ত সাতটী ভাবের অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে যথা—

১। **অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা**—শ্রীরাধার নয়নের যে দৃষ্টি তাঁহার অন্তরের আনন্দজনিত ঈষৎ হাস্যে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল (ইহা স্মিত) ২। **জলকণাব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাঙ্কুরা**—যে দৃষ্টির (নয়নের) পক্ষ্মসকল অশ্রুকণা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল (ইহা রোদন), ৩। **কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা**—যে দৃষ্টির (নয়নের) প্রান্তভাগ ঈষৎ অরুণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল (ইহা ক্রোধ) ৪। **রসিকতোৎসিক্তা**—যে দৃষ্টি রসিকতায় উৎসিক্তা অর্থাৎ রসাস্বাদন বাসনায় আপ্লুতা (ইহা অভিলাষ) ৫। **পুরঃ কুঞ্চতী**—শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অবস্থিতি-হেতু যে দৃষ্টির প্রান্তভাগ ঈষৎ কুঞ্চিত বা সঙ্কোচিত হইয়াছিল (ইহা ভয়) ৬-৭। **মধুর ব্যাভুগ্ন তারোত্তরা**—অর্থাৎ মধুর তারোত্তরা—মাধুর্য্যমণ্ডিত চক্ষের তারকাদ্বয় (ইহা গর্ব্ব) ব্যাভুগ্নতারোত্তরা—চক্ষের তারকাদ্বয়ের বক্রতা (ইহা অসূয়া) অর্থাৎ যে দৃষ্টির (নয়নের) তারকাদ্বয় মধুরভাবে বক্রতাধারণ করিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্যশালিনী হইয়াছিল। কিলকিঞ্চিত ভাবরূপ পুষ্পগুচ্ছ পরিশোভিতা শ্রীকৃষ্ণের মনোহারিণী শ্রীরাধার সেই নয়ন-দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

নাম মাধুরী

'নামমাত্র জগচ্চিত্তদ্রাবিকা দীনপালিকা।'
'কৃষ্ণ সর্ব্বেন্দ্রিয়োন্মাদি রাধেত্যক্ষরযুগ্মকা ॥'

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র জগতের জীবমাত্রের চিত্ত দ্রবীভূত হয়, যিনি দীন জনের প্রতি বিশেষভাবে করুণাময়ী এবং রক্ষাকারিণী। যাঁহার নামের 'রাধা' এই দুইটী অক্ষর শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়কে আনন্দে উন্মত্ত করে।

যজ্জাপঃ সকৃদেব গোকুলপতেরাকর্ষকস্তৎক্ষণাদ্
যত্র প্রেমবতাং সমস্ত পুরুষার্থেষু স্ফুরেত্তুচ্ছতা।
যন্নামাঙ্কিত মন্ত্রজাপনপরঃ প্রীত্যা স্বয়ং মাধবঃ
শ্রীকৃষ্ণোঽপি তদদ্ভুতং স্ফুরতু মে রাধেতি বর্ণদ্বয়ম্ ॥ (শ্রীরাধারসসুধানিধি)

যাহা একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, যাহাতে প্রীতি-সম্পন্ন হইলে সমস্ত পুরুষার্থে তুচ্ছতা উপস্থিত হয় এমন কি স্বয়ং মাধব শ্রীকৃষ্ণও যাঁহার নামাঙ্কিত মন্ত্র প্রীতিপূর্ব্বক জপ করিয়া থাকেন, সেই অদ্ভুত 'রাধা' এই বর্ণদ্বয় আমার রসনায় স্ফুরিত হউক।

কালিন্দীতট কুঞ্জমন্দিরগতো যোগীন্দ্রবদ্ যৎ পদ—
জ্যোতির্ধ্যানপরঃ সদা জপতি যাং প্রেমাশ্রুপূর্ণো হরিঃ।
কেনাপ্যদ্ভুতমুল্লসদ্রতিরসানন্দেন সম্মোহিতা
সা রাধেতি সদা হৃদি স্ফুরতু মে বিদ্যাপরা দ্ব্যক্ষরা ॥ (শ্রীরাধারসসুধানিধি ৯৫)

যমুনাতটবর্ত্তী-কুঞ্জমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যোগীন্দ্রের ন্যায় যাঁহার পদজ্যোতি ধ্যানপরায়ণ হইয়া ও প্রেমাশ্রুতে অভি-ষিক্ত হইয়া সর্ব্বদা যাহা জপ করিতেছেন, সেই অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত উল্লাসকর রতি-রসানন্দ সম্মোহিতা 'রাধা' এই দুই অক্ষরযুক্তা পরা বিদ্যা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা স্ফূরিত হউক।

গোপালোত্তরতাপন্যাং যদ্ গান্ধর্ব্বেতি বিশ্রুতা। রাধেত্যৃক্ পরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদিতা ॥
অতস্তদীয় মাহাত্ম্যং পাদ্মে দেবর্ষিণোদিতম্ ॥ (উঃ শ্রীরাধাপ্রকরণ ৪)

গোপালতাপনি শ্রুতির উত্তর বিভাগে যিনি 'গান্ধর্ব্বা' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, ঋক্ পরিশিষ্টে মাধবের সহিত তাঁহাকেই 'রাধা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণে দেবর্ষি নারদও বলিয়াছেন। 'যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো' ইত্যাদি।

জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যার ধাম, কৃষ্ণ-সুখবিলাসের নিধি।
হেন রাধা গুণগান, না শুনিল মোর কাণ, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ [প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা]

শ্রীরাধার কায়ব্যুহরূপা সখী-মঞ্জরীগণের তত্ত্ব

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকা রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে অশেষ বিশেষে প্রীতিরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত বিবিধ রস-সম্ভার স্বয়ং একাধারে ধারণ করিতেছেন; আবার আকার-স্বভাবাদি-ভেদে পৃথক পৃথকরূপে রসসমূহ আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত স্বীয় কায়ব্যুহস্বরূপা অনন্ত ব্রজদেবীরূপে প্রকটিত আছেন।

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

(শ্রী চৈঃ চঃ)

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনী নাম শক্তেঃ।
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দল পুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ॥
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং।
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্নচিত্রম্॥ (শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১০।১৬)

ব্রজকুমুদগণের পক্ষে চন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীনাম্নী শক্তির সারাংশ যে প্রেম, সেই প্রেমরূপ লতা সদৃশী হইলেন শ্রীরাধিকা; আর তাঁহার সেবাপরা সখী-মঞ্জরীগণ হইলেন ঐলতার কিশলয়-পত্র ও পুষ্পাদিতুল্যা, অতএব রাধাতুল্যা। এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরসে শ্রীরাধা-লতা সিক্ত এবং উল্লসিত হইলে তাঁহাদের যে নিজ সেকজনিত সুখ অপেক্ষা শতগুণ অধিক সুখ জন্মিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

শ্রীরাধাপাদপদ্মচ্ছবি মধুরতর প্রেমচিজ্জ্যোতিরেকা—
স্তোধেরুদ্ভূত ফেণ স্তবকময়তনুঃ সর্ব্ব বৈদগ্ধ্যপূর্ণাঃ
কৈশোরব্যঞ্জিতা স্তদ্ঘনরুগপঘন শ্রীচমৎকারভাজো
দিব্যালঙ্কার বস্ত্রা অনুসরতু সখে রাধিকা কিঙ্করীস্তাঃ॥ (শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত ৩।৮৮)

শ্রীরাধাপাদপদ্ম কান্তিদ্বারা মধুরতর প্রেম চিদ্ঘন জ্যোতির একমাত্র সমুদ্র হইতে উৎপন্ন ফেন সমূহই হইয়াছে যাঁহাদের দেহ—যাঁহারা সর্ববৈদগ্ধ্যপূর্ণা, ব্যক্ত কৈশোরা এবং ঘনীভূত (তারুণ্য ছটাদ্বারা) যাঁহাদের অবয়ব সমূহ পরম সুন্দর ও চমৎকারভাজন হইয়াছে, সেই দিব্যালঙ্কার-বস্ত্রশোভিতা শ্রীরাধা-কিঙ্করীগণের অনুসরণ কর।

(সাধনসিদ্ধা মঞ্জরীগণ সম্বন্ধে)

তস্যাঃ ক্ষণাদর্শনতো ম্রিয়ন্তে, সুখেন তস্যাঃ সুখিনো ভবন্তি।
স্নিগ্ধাঃ পরং যে কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ, প্রাণেশ্বরী-প্রেষ্ঠগণান্ ভজে তান্॥ (স্তবাবলী)

যাঁহারা শ্রীরাধিকার ক্ষণকাল অদর্শনে মৃতপ্রায় হয়েন এবং যাঁহারা শ্রীরাধিকার সুখে আপনাকে পরম সুখী বলিয়া বোধ করেন, যাঁহারা জন্ম-জন্মান্তরে কতই পুণ্য পুঞ্জ করিয়াছেন, সেই স্নেহার্দ্রহৃদয়া শ্রীপ্রাণেশ্বরী শ্রীরাধিকার পরম প্রেষ্ঠ পরিচারিকাগণকে আমি পুনঃ পুনঃ ভজনা করি।

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ। ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ শ্রয়তি স পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ১০।১৭)

সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর যেমন চিদ্বিভূতি বিনা পুষ্টিলাভ করেন না, সেইরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব অতি মহান্ স্বপ্রকাশ এবং সুখস্বরূপ হইলেও সখী-মঞ্জরীগণ ব্যতীত ক্ষণকালের জন্যও রস পোষণ করিতে পারেন না; অতএব এমন কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, যিনি এই সখী-মঞ্জরীগণের চরণ আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারেন?

অতএব :— "রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি—শাস্ত্রের প্রমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি-ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি। রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে কৈলা অবতার॥"

* * * *

(কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে) 'পূর্ণানন্দ-পূর্ণরসরূপ' কহে মোরে॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন। আমারে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন॥

আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ। সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব। একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥
কোটী কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার। অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য-সাম্য নাহি যার॥
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন॥ রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর স্বর-বংশী-গীতে আকর্ষে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ। মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ গন্ধ।
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস। রাধার অধর-রসে আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল। রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল।
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু। রাধিকার রূপ-গুণ আমার জীবাতু॥
এই মত অনুভব আমার প্রতীত। বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত॥
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা হয় আগেয়ান॥
পরস্পর বেণু-গীতে হরয়ে চেতন। মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
'কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে'। সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ। উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হৈয়া অন্ধ॥
তাম্বূল চর্ব্বিত যদি করে আস্বাদনে। আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ। শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত॥
লীলা অন্তে সুখে ইঁহার যে অঙ্গ মাধুরী। তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি॥
দোঁহার যে সম রস ভরত মুনি মানে। আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে॥
অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই। তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই॥
তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস। আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ। তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে। সে সুখ-মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার। প্রেম রস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে। তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ। বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীরাধার প্রেমমাহাত্ম্য কিরূপ, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্য্যই বা কিরূপ এবং আমার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, সেই সুখই বা কিরূপ? এই বাঞ্ছাত্রয় পূরণের লোভে প্রবল লালসা বশতঃ শ্রীরাধার ভাবাঢ্য অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশচীগর্ভরূপ ক্ষীর সিন্ধুতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)

শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত গৌরসুন্দরের অনুভাব

বিপ্রলম্ভরস ভাবিতান্তঃকরণ

রাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে। সেইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ। ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে। ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব। ভিত্তে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব॥
তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে। কভু সিংহ দ্বারে পড়ে কভু সিন্ধু নীরে॥
চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে। ধাইয়া চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান। তাঁহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্চ্ছা যান॥

কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার। সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥
হস্ত পদের সন্ধি সব বিতস্তি প্রমাণে। সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চর্ম্ম রহে স্থানে॥
হস্ত পদ শির সব শরীর ভিতরে। প্রবিষ্ট হয় কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥
এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ। মনেতে শূন্যতা বাক্যে হা হা হুতাশ॥
'কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঁউ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥"
এই মত বিলাপ করে—বিহ্বল অন্তর॥

'হা হা সখি কি করি উপায়'। (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ) ।

কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ, কৃষ্ণ-বিনু প্রাণ মোর যায়॥
মন মোর বাম দীন, জল বিনু যেন মীন, কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে মরি যায়॥
মধুর হাস্য বদন, মন-নেত্র-রসায়ন, কৃষ্ণ-তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায়॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন, হা হা দিব্য-সদ্‌গুণসাগর।
হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর, হা হা রাসবিলাস-নাগর॥
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই,' এত কহি চলিল ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি, নিজ স্থানে বসাইল লইয়া॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ১৭শ পঃ)

সম্ভোগরস ভাবিতান্তঃকরণ

"সেই ত পরাণ নাথ পাইনু। যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু॥"
এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর। আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার। অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবোদ্গাম হয় সর্ব্বকাল॥
মাংস-ব্রণ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত। শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়। লোকে মানে-দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গাম। জজ জজ গগ গগ গদগদ বচন॥
জলযন্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রুজল॥ আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ। কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্প সম॥
কভু স্তব্ধ হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়য়। শুষ্ক কাষ্ঠ-সম-হস্তপদ না চলয়॥
কভু ভূমে পড়ে কভু হয় শ্বাসহীন। যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ॥
কভু নেত্রে নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন। অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৩শ পঃ)

'কম্পিত অঙ্গ' পুলক সুমণ্ডিত, কৃপা নির্ঝর দুটী আঁখি।
ঘন ঘন স্বেদ, বিবর্ণ মহাদ্ভুত, শ্বেত. রক্ত কৃষ্ণ, পীত দেখি॥
মাদন রসার্ণবে, মত্ত দিবস নিশি, মহামাদক গুণধামা॥'

আনন্দসার শকতি সত্‌চিদ্‌ঘন, সো পুন মিলন স্বরূপ। মরকত কাঞ্চন ঝাঁপল নিজগুণে, ঐছন যাকর রূপ।
দেখ দেখ গৌররস অবতার। উভয় সুখময় হৃদয় উদয় ভেল, তৈছন করু ব্যবহার॥
শ্রমজল কণভর, বিপুল পুলক কুল, সঞ্চরু সকল শরীর। কাঁপই থরহরি, কম্প পুলক ভরি, নয়নহি আনন্দ নীর।
ঐছন কেলি কথিহু নাহি হেরিয়ে, অতয়ে সো অবতার সার। ভণ রাধামোহন, তাক চরণ পুনঃ ভজনে সো পাইয়ে পার।
(পদামৃত সমুদ্র)

সখী-মঞ্জরীভাবে বিভাবিত গৌরসুন্দর

কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রস, গন্ধ-শব্দ পরশ, যে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা-সবার গ্রাস-শেষে, আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে, সে ভিক্ষায় রাখয়ে জীবন॥
কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন। দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
রাধিকাদি গোপীগণ-সঙ্গে সব মেলি। যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে। এক সখী দেখায় মোরে সেই সব রঙ্গে॥
পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী-করে, সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লৈয়া কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন, জল-কেলি রচিল সুঠাম
সখি হে। দেখ কৃষ্ণের জল-কেলি-রঙ্গে।

কৃষ্ণ মত্ত করিবর, চঞ্চল কর-পুষ্কর, গোপীগণ করিণীর সঙ্গে ॥

* * * * *

যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন, নেত্র-কর্ণ যুগ্ম জুড়াইল ॥
ঐছে চিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইলা শ্রীহরি, সঙ্গে লইয়া সব কান্তাগণ।
গন্ধ-তৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তন, সেবা করে তীরে সখীগণ ॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুক্ল-বস্ত্র পরিধান, রত্ন-মন্দিরে কৈল আগমন।
বৃন্দা-কৃত সম্ভার, গন্ধ-পুষ্প-অলঙ্কার, বন্যবেশ করিল রচন ॥
* * * গঙ্গাজল, অমৃতকেলি, পীযুষকান্তি, কর্পূরকেলি, সরপূপী, অমৃত, পদ্মচিনি।
খণ্ড খিরিসার বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য, রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি ॥
ভক্ষ্য পরিপাটী দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহা সুখী, বসি কৈল বন্য ভোজন।
সঙ্গে লইয়া সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন, দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥
কেহো করে ব্যজন, কেহো পাদ-সম্বাহন, কেহো করায় তাম্বুল-ভক্ষণ।
রাধা-কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা, দেখি আমার সুখী হৈল মন ॥
হেন কালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি, তুমি সব ইঁহা লৈয়া আইলা ॥
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ, সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা ॥'
(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮ শ পঃ)

আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে, প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান, মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি ॥
এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু, হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর, গুণ কেহো নারে বর্ণিবারে ॥
কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝয়ে, ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যারে, হয় তার দাসানুদাস-সঙ্গ ॥
(ঐ মধ্য ২য় পঃ)

অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি। শুনিলেহ ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥
* * অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি। ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে-'প্রাণনাথ' করি ॥
সেই কৃষ্ণ সেই গোপী—পরম বিরোধ। অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ ॥
ইথে তর্ক করি কেহো না কর সংশয়। কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এই মত হয় ॥
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার। চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥
(ঐ আদি ১৭ শঃ পঃ)

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং, স্ব-প্রেম-নামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌর-কৃষ্ণোজনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ (ঐ মধ্য ২৩ শঃ পঃ)

টীকা—যথা মহারাজ করদণ্ডাভ্যাং ধনগ্রহণসময়ে বস্ত্রচতুষ্কাঞ্চিত উদ্ধত ইব প্রতীয়তে, স এব ধনদান সময়ে তান্ পরিস্ছদান্ বিহায় দাক্রপযোগী বস্ত্রযুগ্মেনাবৃতঃ সৌম্যইব প্রতীয়মানং সর্ব্বানাহূয় দদাতি। তথা শ্রীকৃষ্ণ গোপীণাং ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যাদি সদ্গুণৈঃ সহ প্রেমসেবায়া গ্রহণার্থং যাদৃশ ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দরাদি বপুষা কুটীল ইব প্রতীয়তে স্ম, স এবেদানীং দানসময়ে লোকানাং বিশ্বাসার্থং গ্রহিলবেশমন্তর্ধাপ্য স্ব-পীতাম্বর যুগলেনাবৃততনুঃ সন্নিব গৌর ইব প্রতীয়মানঃ স্ব প্রেমামৃতং নামামৃতং যথেষ্টং দদাবিতি ভাবঃ। তং শ্রীকৃষ্ণমহং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামীতি।

তাৎপর্যার্থ—যে মহারাজ প্রজার নিকট স্বীয় প্রাপ্য কর গ্রহণের সময়ে উপযুক্ত পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও দণ্ডাদিদ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়া মহা উদ্ধতের ন্যায় বিরাজ করেন, তিনিই আবার ধন দানসময়ে সেই সমস্ত পারচ্ছদাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক দানোপযোগী বস্ত্রযুগলে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া সৌম্যভাবে সর্ব্বসমক্ষে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন এবং দীনহীন কাঙ্গাল্ প্রজাগণকে করুণস্বরে আহ্বান পূর্ব্বক তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশা মোচনের নিমিত্ত প্রচুর ধন দান করিয়া সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিয়া থাকেন। সেই প্রকার বদান্য চূড়ামণি ব্রজযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের অনির্ব্বচনীয় নিগূঢ় প্রেম সেবা গ্রহণের জন্য ধৈর্য্য গাম্ভির্য্যাদি সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণ ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতেও মহাকুটীলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতোছলেন, কিন্তু ইদানীং সেই ব্রজ যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণই চিরকালের অদত্ত নিজ গুপ্ত বিত্ত [অতি নিগূঢ় নিজ গুপ্ত ধন] দান সময়ে সেই কুটীলভাব অর্থাৎ দান গ্রহণকারীর উপযোগী 'গ্রহিল'—বেশ পরিত্যাগ করিয়া লোকের বিশ্বাস উৎপাদন নিমিত্ত দাতার উপযোগী বেশ পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং নিজ পীতাম্বরযুগলে আবৃততনু হইয়া দীনাতিদীনভাবে সর্ব্বসমক্ষে প্রতীয়মান হইতে হইতে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে গিয়া স্বীয় প্রেমামৃত ও নামামৃত বিতরণ করিতেছেন। আমি সেই গৌর রূপী কৃষ্ণের শরণাগত হইলাম।

নিবেদন—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার করুণায় 'ভক্তিকল্পলতা' (তৃতীয় স্তবক) গ্রন্থটি জীবাধম কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া পরমভাগবতগণের করকমলে সমর্পিত হইতেছে। অতি রহস্যপূর্ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সার সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধি আমার না থাকিলেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ও আদেশের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার অযোগ্যতাবশতঃ স্থলে স্থলে ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে পারে ; তজ্জন্য কৃপাময় সহৃদয় পাঠকগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

যাঁহাদের অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হইল, সেই সেবানুরাগী ভক্তিনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরিদাস নামানন্দ ও শ্রীযুক্ত

যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন, নেত্র-কর্ণ যুগ্ম জুড়াইল ॥
ঐছে চিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইলা শ্রীহরি, সঙ্গে লইয়া সব কান্তাগণ।
গন্ধ-তৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তন, সেবা করে তীরে সখীগণ ॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্ক-বস্ত্র পরিধান, রত্ন-মন্দিরে কৈল আগমন।
বৃন্দা-কৃত সম্ভার, গন্ধ-পুষ্প-অলঙ্কার, বন্যবেশ করিল রচন ॥
* * * গঙ্গাজল, অমৃতকেলি, পীযুষকান্তি, কর্পূরকেলি, সরপূপী, অমৃত, পদ্মচিনি।
খণ্ড খিরিসার বৃক্ষ. ঘরে করি নানা ভক্ষ্য, রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি ॥
ভক্ষ্য পরিপাটী দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহা সুখী, বসি কৈল বন্য ভোজন।
সঙ্গে লইয়া সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন, দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥
কেহো করে ব্যজন, কেহো পাদ-সম্বাহন, কেহো করায় তাম্বুল-ভক্ষণ।
রাধা-কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা, দেখি আমার সুখী হৈল মন ॥
হেন কালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি, তুমি সব ইঁহা লৈয়া আইলা ॥
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ, সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা ॥'

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮ শ পঃ)

আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে, প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান, মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি ॥
এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু, হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর, গুণ কেহো নারে বর্ণিবারে ॥
কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝয়ে, ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যারে, হয় তার দাসানুদাস-সঙ্গ ॥

(ঐ মধ্য ২য় পঃ)

অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি। শুনিলেহ ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥
* * অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি। ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে-'প্রাণনাথ' করি ॥
সেই কৃষ্ণ সেই গোপী—পরম বিরোধ। অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ ॥
ইথে তর্ক করি কেহো না কর সংশয়। কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এই মত হয় ॥
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার। চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥

(ঐ আদি ১৭ শঃ পঃ)

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং, স্ব-প্রেম-নামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌর-কৃষ্ণোজনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ (ঐ মধ্য ২৩ শঃ পঃ)

টীকা—যথা মহারাজ করদণ্ডাভ্যাং ধনগ্রহণসময়ে বস্ত্রচতুষ্কাঞ্চিত উদ্ধত ইব প্রতীয়তে, স এব ধনদান সময়ে তান্ পরিচ্ছদান্ বিহায় দাত্রুপযোগী বস্ত্রযুগ্মেনাবৃতঃ সৌম্যইব প্রতীয়মানং সর্ব্বানাহূয় দদাতি। তথা শ্রীকৃষ্ণ গোপীণাং ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যাদি সদ্‌গুণৈঃ সহ প্রেমসেবায়া গ্রহণার্থং যাদৃশ ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দরাদি বপুষা কুটীল ইব প্রতীয়তে স্ম, স এবেদানীং দানসময়ে লোকানাং বিশ্বাসার্থং গ্রহিলবেশমন্তর্ধাপ্য স্ব-পীতাম্বর যুগলেনাবৃততনুঃ সন্নিব গৌর ইব প্রতীয়মানঃ স্ব প্রেমামৃতং নামামৃতং যথেষ্টং দদাবিতি ভাবঃ। তং শ্রীকৃষ্ণমহং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামীতি।

তাৎপর্য্যার্থ—যে মহারাজ প্রজার নিকট স্বীয় প্রাপ্য কর গ্রহণের সময়ে উপযুক্ত পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও দণ্ডাদিদ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়া মহা উদ্ধতের ন্যায় বিরাজ করেন, তিনিই আবার ধন দানসময়ে সেই সমস্ত পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক দানোপযোগী বস্ত্রযুগলে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া সৌম্যভাবে সর্ব্বসমক্ষে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন এবং দীনহীন কাঙ্গাল প্রজাগণকে করুণস্বরে আহ্বান পূর্ব্বক তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশা মোচনের নিমিত্ত প্রচুর ধন দান করিয়া সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিয়া থাকেন। সেই প্রকার বদান্য চূড়ামণি ব্রজযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের অনির্ব্বচনীয় নিগূঢ় প্রেম সেবা গ্রহণের জন্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণ ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতেও মহাকুটীলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন, কিন্তু ইদানীং সেই ব্রজ যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণই চিরকালের অদত্ত নিজ গুপ্ত বিত্ত [অতি নিগূঢ় নিজ গুপ্ত ধন] দান সময়ে সেই কুটীলভাব অর্থাৎ দান গ্রহণকারীর উপযোগী 'গ্রহিল'—বেশ পরিত্যাগ করিয়া লোকের বিশ্বাস উৎপাদন নিমিত্ত দাতার উপযোগী বেশ পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং নিজ পীতাম্বরযুগলে আবৃততনু হইয়া দীনাতিদীনভাবে সর্ব্বসমক্ষে প্রতীয়মান হইতে হইতে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে গিয়া স্বীয় প্রেমামৃত ও নামামৃত বিতরণ করিতেছেন। আমি সেই গৌর রূপী কৃষ্ণের শরণাগত হইলাম।

নিবেদন—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার করুণায় 'ভক্তিকল্পলতা' (তৃতীয় স্তবক) গ্রন্থটি জীবাধম কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া পরমভাগবতগণের করকমলে সমর্পিত হইতেছে। অতি রহস্যপূর্ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সার সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধি আমার না থাকিলেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ও আদেশের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার অযোগ্যতাবশতঃ স্থলে স্থলে ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে পারে ; তজ্জন্য কৃপাময় সহৃদয় পাঠকগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

যাঁহাদের অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হইল, সেই সেবানুরাগী ভক্তিনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরিদাস নামানন্দ ও শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ দাস অধিকারী মহোদয়ের পারমার্থিক কল্যাণ জন্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীচরণে আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড, ব্রজানন্দ ঘেরা
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৭৩। শ্রীগুরুপূর্ণিমা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্র-মন্দির হইতে প্রকাশিত।
বৈষ্ণব দাসানুদাসাভাস—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস।

ভক্তিকল্পলতা

(দ্বিতীয় স্তবক)

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগর্ভ হইতে উত্থিত উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থের স্থায়িভাব প্রকরণ।

(প্রেমের বিলাসবৈচিত্রী)।

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব-মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড় খণ্ডসার। শর্করা. সিতামিছরী, উত্তম মিছরী আর॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

(খ) জ্বলিত সাত্ত্বিক

৯। প্রেম — ইক্ষুদণ্ড তুল্য
প্রথম স্তবকে মহৎকৃপাশ্রিতা ভজনাকাঙ্ক্ষা বা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাকে ইক্ষুবীজতুল্য বলা হইয়াছে।

|

১০। স্নেহ — ইক্ষুরস তুল্য

|

১১। মান — গুড় তুল্য

|

১২। প্রণয় — খণ্ড তুল্য

|

১৩। রাগ — শর্করা তুল্য

|

(গ) দীপ্ত সাত্ত্বিক
স্নেহ হইতে অনুরাগ পর্য্যন্ত ৫টী স্তরে দীপ্ত সাত্ত্বিক।

১৪। অনুরাগ — সিতা মিছ্‌রী তুল্য

|

১৫। ভাব বা মহাভাব — সিতোপল, উত্তম মিছ্‌রী তুল্য

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
হ্লাদিনীর সার অংশ--তার প্রেম নাম। আনন্দ-চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যানি॥
প্রেমের পরম সার--'মহাভাব' জানি। সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥
কৃষ্ণ প্রেমে ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়। কৃষ্ণের নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ)

৯। প্রেম ইক্ষুদণ্ড তুল্য

শ্রীচন্দ্রাবলীর প্রেম "তদীয়তাময়"
অর্থাৎ—**"আমি শ্রীকৃষ্ণের"** এই অভিমান।
স্বভাব—দক্ষিণা ধীরা প্রগল্ভা।

শ্রীরাধিকার প্রেম "মদীয়তাময়"
অর্থাৎ—**"শ্রীকৃষ্ণ আমার"** এই অভিমান।
স্বভাব—বামা মধ্যা ধীরাধীরা।

জগতে বহু রমণীয় পদার্থ আছে থাকুক, কিন্তু আমার এইটীই আদরের বস্তু। ইহাকে অভিমান বলা হয়।

মমতাতিশয় আবির্ভাববশতঃ সমৃদ্ধা প্রীতিকে প্রেম বলে। এই প্রেম উৎপন্ন হইলে প্রীতি ভঙ্গ হেতুর উদ্গম বা সেই স্বরূপের ক্ষীণতা আসিতে পারে না। এইপ্রকার মমতার গাঢ়ভাবকে প্রেম বলে। (প্রীতিসন্দর্ভ)

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥ (উঃ)

ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও যাহা সর্ব্বথা ধ্বংসরহিত, যুবক যুবতীর মধ্যে তাদৃশ গাঢ়ভাব বন্ধনকে প্রেম কহে।

দৃষ্টান্ত—

শ্রীরাধা বলিলেন সখি! যদি তুমি আমার এই বাক্যে প্রত্যয় না কর তবে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, উগ্র অর্থাৎ ওহে লম্পট! যদি তুমি আমার কঞ্চুক স্পর্শ কর তাহা হইলে এখনই লজ্জা ত্যাগপূর্ব্বক ফুৎকার করিয়া আর্য্যকে নিবেদন করিব—ইত্যাদি প্রকারে বিভীষিকাময় বাক্য দ্বারা নিরস্ত করিলেও কোনক্রমে সেই শ্যামসুন্দর আমার পথ পরিত্যাগ করিতেছেন না। অতএব হে মুগ্ধে! এই ঘোর বিপদ আমাকে গ্রাস করিল। ইহাতে গৃহপতি শাস্তি দেন দিউন; কিন্তু আমার অন্য উপায় নাই।

এই দৃষ্টান্তে "গৃহপতি আমাকে শাস্তি দেন দিউন" ইত্যাদিস্থলে ধ্বংসের কারণ সত্ত্বে প্রেমের ধ্বংস হইল না এবং উগ্র বাক্য দ্বারা নিরস্ত হইলেও আপনাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাতিশয় প্রকাশ হইল। এই স্থলে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পরের দৃঢ়ভাব বন্ধনরূপ প্রেম সূচিত হইল।

এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি। পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোলে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। তিল আধ না দেখিলে যায় সে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে। মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নয়। হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা। সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুম মধুপ কহি সেহ নহে তুল্য। না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে। ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে॥

১০।স্নেহ ইক্ষুরস তুল্য

শ্রীচন্দ্রাবলীর ঘৃতস্নেহ | শ্রীরাধিকার মধুস্নেহ

অতিশয় চিত্তদ্রবাত্মক প্রেমকে স্নেহ বলে। এই স্নেহের উদয় হইলে শ্রীভগবানের সম্বন্ধমাত্রের আভাসেই প্রচুর পরিমাণে অশ্রু আদি বিকার এবং প্রিয় দর্শনাদিতেও অতৃপ্তি, বিশেষতঃ প্রিয়তমের প্রচুর সামর্থ্যাদির বিষয় জানা সত্ত্বেও অপর কর্ত্তৃক তাহার অনিষ্ট আশঙ্কা জন্মে। যেহেতু প্রিয়তমের প্রতি অতিশয় মমতাবুদ্ধি। (প্রীতিসন্দর্ভ)।

আরুহ্যং পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপ দীপনং।
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে॥

প্রেম যখন পরম উৎকর্ষ কক্ষায় আরূঢ় হইয়া চিদ্দীপদীপন অর্থাৎ চিত্তরূপ প্রদীপকে উদ্দীপিত করত প্রেম-বিষয়োপলব্ধির প্রকাশক হয় এবং হৃদয়কে দ্রবীভূত করে তখন তাহার নাম স্নেহ।

দৃষ্টান্ত—

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে কহিলেন সখে! স্নেহরূপ মাধুর্য্যসার দ্বারা শ্রীরাধা রচিত হইয়া সুধাময়ী প্রতিমার ন্যায় ঘন হইলেও ভাবরূপ উষ্মাদ্বারা বিদ্রুতা হইয়া থাকেন। অধিক কি, প্রসঙ্গাধীন ঐ শ্রীরাধার নাম কর্ণপদবী প্রবেশ করিলে যিনি আমার সম্বন্ধে নিবিড় আনন্দময়ী হইয়া থাকেন এবং তৎক্ষণাৎ আমার জগৎ সমুদয় বিস্মৃতি হইয়া যায়।

নব নব গুণগণ, শ্রবণ-রসায়ন, নয়ন-রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ, হৃদয়-রসায়ন, পরশ-রসায়ন সঙ্গ॥
এ সখি! রসময় অন্তর যার।
শ্যাম সুনাগর, গুণগণ-সাগর, কো ধনী বিছুরয়ে পার॥
গুরুজন-গঞ্জন, গৃহপতি-তরজন, কুলবতী-কুবচনভাষ।
যত পরমাদ, সবহুঁ পুনু মেটব, মধুর মুরলী আশোয়াস॥
কিয়ে করব কুল, দিবস দীপতুল, প্রেম পবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দ দাস, যতন করি রাখত, লাজক জালে আগোর॥

১১। মান গুড় উজ্জ্বল্য

শ্রীচন্দ্রাবলীর উদাত্ত মান — শ্রীরাধিকার ললিত মান

অতিশয় প্রিয়তার হেতু অভিমানবশতঃ প্রণয় যদি কৌটীল্যের আভাস প্রাপ্ত হয় এবং ভাব বৈচিত্রী উৎপাদন করে তবে তাহাকে মান বলে।

এই মান উপস্থিত হইলে ভক্তের প্রণয়কোপে শ্রীভগবানও প্রেমময় ভয়প্রাপ্ত হন অর্থাৎ প্রণয়ীযুগল একত্র অবস্থিত অথচ পরস্পরের অভিলষিত আলিঙ্গন বা দর্শনাদি রোধকারী যে ভাব তাহাকে মান বলে। (প্রীতিসন্দর্ভ)।

স্নেহস্তুৎকৃষ্টতাপ্রাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবং।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

স্নেহ যখন উৎকৃষ্টতা প্রাপ্তি হেতু কান্তকে নূতন মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার জন্য স্বয়ং অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ কৌটীল্য (অন্তরে সরল বাহিরে বক্রতা) ধারণ করে তখন ঐ স্নেহকে মান বলে। (মানে নায়িকার ক্রোধ বা ঈর্ষা এবং নায়কের স্নেহ প্রকাশ পায়)।

দৃষ্টান্ত—

মানিনী শ্রীরাধাকে ললিতা কহিলেন, হে প্রিয় সখি! শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রণয়-মুগ্ধ হইয়া অন্ধকার রজনী, ধারাময়ী বৃষ্টি তথা প্রচণ্ড অনিলমণ্ডল গণ্য না করিয়া তোমার দ্বারাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিত আছেন, হা কষ্ট! ক্রোধ কি এত গুরুতর হইল? ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন হও এবং আপনার প্রিয়জনের কণ্ঠ ধারণ কর। হে প্রণয়িনি! আমি মস্তক দ্বারা তোমার চরণে প্রণাম করি। এই ললিতা নামক জনের প্রার্থনা পূর্ণ কর। (সখি প্রঃ ৩৭)

নায়িকার উক্তি—

নখপদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জলত হামারি॥
অধরহি কাজর তোর।
মলিন বদন ভেল মোর॥
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি॥
কাহে মিনতি করু কান।
তুঁহু হাম একই পরাণ।
হামারি রোদন অভিলাষ।
তুঁহুক গদগদ ভাষ॥
সবে নহ তনু তনু সঙ্গ।
হাম গৌরী তুঁহু শ্যাম অঙ্গ।
অতএ চলহ নিজ বাস।
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

নায়কের উক্তি—

রাইক হৃদয়, ভাব বুঝি মাধব, পদতলে ধরণী লোটাই।
দুই করে দুই পদ, ধরি রহু মাধব, তবহিঁ বিমুখ ভেল রাই॥
পুনহিঁ মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত, তুহুঁ ভালে জানত, কাহে দগধ মঝু প্রাণ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরী, মঝুমুখ না হেরবি, হাম যাওব কোন ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন, কোন কাজে রাখব, তেজব আপন পরাণ॥
এতহুঁ মিনতি, কানু যব করলহিঁ, তব নাহি হেরল বয়ান।
গোবিন্দ দাস, মিছই আশোয়াসল, রোই চলত বর কান॥

১২।প্রণয় খণ্ড তুল্য

শ্রীচন্দ্রাবলীর মৈত্র প্রণয় ও
সুমৈত্রপ্রণয় (ভয়-গৌরবযুক্ত)

শ্রীরাধিকার সখ্য প্রণয় ও
সুসখ্য প্রণয় (ভয় ও গৌরবহীন)

যে মমতা অতিশয় বিশ্বাসযুক্ত অর্থাৎ বিশ্রস্তাতিশয়াত্মক প্রেমের নাম প্রণয়। প্রণয় জন্মিলে সম্ভ্রমাদির যোগ্য অবস্থাতেও তাহার অভাব ঘটে অর্থাৎ প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদবুদ্ধি ঘটে। যেমন, প্রিয়জনের মনের সহিত নিজের মন, প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত অভেদবুদ্ধি। ইহাতে নিজের প্রতি যেমন গৌরব বুদ্ধির অভাব, প্রিয়ের প্রতিও সেইরূপ গৌরব বুদ্ধির অভাব বোধ হয়। এই রতিকে প্রণয় বলে। (প্রীতিসন্দর্ভ)

মানো দধানে বিশ্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

মান যখন বিশ্রম্ভ (বিশ্বাস-সম্ভ্রমরাহিত্য) ধারণ করে অর্থাৎ ঐ বিশ্বাস স্বীয় প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দেহের সহিত ঐক্যভাবন নিমিত্ত একত্ব বিধান করে, তখনই ঐ মানকে প্রণয় বলে।

দৃষ্টান্ত—

শ্রীরূপমঞ্জরী আপনার সুহৃদকে বলিলেন, বয়স্যে ! সখিগণের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া পীত বসন উৎক্ষেপন পূর্ব্বক স্বীয় বক্ষঃতট যাহা নব নখোল্লেখ অর্থাৎ নূতন নখাঘাত স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল তাহা আবিষ্কার করায় গান্ধর্ব্বিকা ভ্রূ কুটিলী-করতঃ বসন কম্পন পূর্ব্বক আপনার পুলকান্বিত কুচদ্বন্দ্ব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম বক্ষঃ অবরোধ করিলেন।

সই ! পিরিতি পিয়া সে জানে।
যে দেখি যে শুনি, চিতে অনুমানি, নিছনি দিয়ে পরাণে॥
মো যদি সিনাডি আগিলা ঘাটে, পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল, পরশ লাগিয়া, বাহু পসারিয়া রয়॥
বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া, একই রজকে দেয়।
মোর নামের আধ, আখর পাইলে হরিখ হইয়া লেয়॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়া, ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যেদিকে, সে মুখে সেদিন থাকে॥
মনের আকুতি বেকত করিতে, কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায় শেখর, কিছু বুঝে অনুমানে॥
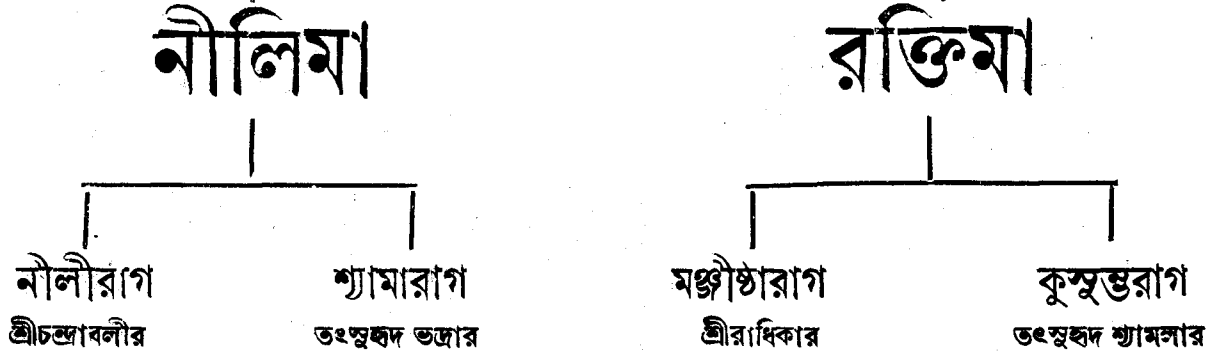
অতিশয় অভিলাষাত্মক স্নেহই রাগ। এই রাগ উৎপন্ন হইলে প্রিয়তমের ক্ষণকাল বিরহেও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা এবং তাহার সংযোগে পরম দুঃখ ও সুখরূপে প্রতীতি হয়। তদ্বিয়োগে তৎবিপরীত অর্থাৎ পরম সুখ ও পরম দুঃখরূপে অনুভূত হয়। (প্রীতিসন্দর্ভ)

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বে নৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

প্রণয়ের উৎকর্ষহেতু যখন চিত্তে অতিশয় দুঃখও সুখস্বরূপে অনুভব হয়, তখন ঐ প্রণয়কে রাগ বলা যায়।

দৃষ্টান্ত—

দূর হইতে শ্রীরাধাকে দর্শন করাইয়া ললিতা স্বীয় সখীবর্গের সহিত তদীয় রাগ আস্বাদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখিগণ! অবলোকন কর—শ্রীরাধা জ্যৈষ্ঠ মাসীয় মধ্যাহ্নস্থ সূর্য্য দ্যুতিকে উত্তপ্ত সূর্য্যকান্ত মণি দ্বারা পার্শ্বদেশে নতোন্নত অথচ তাহার কোন দেশে খড়্গ তুল্য অতি করাল ধারবিশিষ্ট গিরিতটে অবস্থিত হইয়া যদিচ ঐ সকল দুর্গম স্থান দুঃখপ্রদ তথাচ ইন্দীবর শয্যায় পদাম্বুজ ন্যস্তের ন্যায় অবস্থিতা হইয়া পশুপেন্দ্রনন্দনকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

মাধব! কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা, কত না কহিব হে, যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব, পদ চারি আয়লু, নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ, হেরই না পারিয়ে, পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুল কামিনী, তাহে কুহু যামিনী, ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর, বরিখয়ে ঝরঝর, হাম যাওব কোন পুর॥
একে পদপঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত, কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে, কিছু নাহি জানলু, চিরদুঃখ অব দূরে গেল॥
তোহারি মুরলী যব, শ্রবণে প্রবেশল, ছোড়লু গৃহ সুখ আশ।
পন্থক দুঃখ, তৃণহুঁ করি না গণনু, কহতহি গোবিন্দ দাস॥

(গ) দীপ্ত সাত্ত্বিক ১৪। অনুরাগ সিতা মিছ্রী তুল্য

স্নেহ হইতে অনুরাগ পর্য্যন্ত
৫টী স্তরে দীপ্ত সাত্ত্বিক।

অনুভাব— ১। পরস্পরের বশীভাব।
২। প্রেমবৈচিত্ত্য।
৩। কৃষ্ণসম্বন্ধীয় অপ্রাণীতে জন্মলালসা।
৪। বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্ত্তি।

এই রাগই নিজ বিষয়ালম্বন প্রিয়তমকে অনুক্ষণ নব নব রূপে অনুভব করাইয়া নিজেও নব নব রূপ পরিগ্রহ করিলে অনুরাগ সংজ্ঞা হয়; অর্থাৎ যে রাগ সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও নব নব ভাবে প্রতীতি করাইয়া নিজেও নবনবায়মান হয়, তাহাকে অনুরাগ বলে। এই অনুরাগের উদয় হইলে পরস্পর বশীভাবাতিশয়, প্রেমবৈচিত্ত্য, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় অপ্রাণীতে জন্মলালসা এবং বিপ্রলম্ভে অতিশয় স্ফূর্ত্তি উপস্থিত হয়। অর্থাৎ প্রিয় ব্যক্তি নিকটে থাকিলেও প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ বিচ্ছেদ ভয়ে যে আর্ত্তি উপস্থিত হয়, তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। (প্রীতিসন্দর্ভ)

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগঃ ইতীর্য্যতে ॥

রাগ যখন নব নব হইয়া সদা অনুভূত প্রিয়জনকেও (নায়ক বা নায়িকাকে) অননুভূতরূপে প্রতীতি করায়, প্রতিক্ষণে নবীনতা দান করে, তখন তাহাকে অনুরাগ বলে।

দৃষ্টান্ত—

শ্রীরাধা কহিলেন, হে কৃশোদরি! যাঁহার 'কৃষ্ণ' এই দুইটী অক্ষর মাত্র নাম, ইনি কে? যিনি কর্ণপদবী প্রবেশমাত্রেই ধৈর্য্যকে বিলুপ্ত করিলেন। ললিতা কহিলেন, হে রাগান্ধে! একি বলিতেছ, তুমি যে সততই তাঁহার বক্ষঃস্থলে ক্রীড়া করিয়া থাক। শ্রীরাধা কহিলেন, হাস্য করিও না। ললিতা কহিলেন, হে মোহিতে! এখনই যে আমা কর্ত্তৃক তাঁহার হস্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলে। শ্রীরাধা কহিলেন, সত্যই বটে; কিন্তু আমার জ্ঞান হইতেছে যেন জন্মমধ্যে বিদ্যুৎসদৃশ প্রাণেশ্বর অদ্যই আমার নয়ন-প্রাঙ্গন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ক্ষুধা আর ভোজ্য বস্তু মধ্যেতে যেমন। উভয়ে উভয় হয় নাশের কারণ ॥
প্রেমরাজ্যে এই রীতি হয় বিলক্ষণ। উভয়ে উভয় হয় বর্দ্ধন কারণ ॥
তৃষ্ণাশান্তি নাহি হয় সতত বাঁড়য়। ক্ষণে অদর্শনে কোটি যুগ মনে হয় ॥

সই! কি পুছসি অনুভব মোর।

সোই পিরিতি, অনুরাগ বাখানিতে, তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হাম, রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল ॥
বচন অমিয়ারস, অনুখন শুনলু, শ্রুতিপথে পরশ না ভেল।
কত মধুযামিনী, রভসে গোঁয়াইনু, না বুঝনু কৈছন কেল ॥
কত বিদগধ জন, রস অনুমোদই, অনুভব কাহুঁ না পেখি।
বিদ্যাপতি কহ, ঐছন প্রেমিক, মিলয়ে কোটিকে একি ॥

১৫। ভাব বা মহাভাব সিতোপল, উত্তম মিছ্‌রী তুল্য

এই মহাভাব দ্বারকার শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি পট্টমহিষীগণেরও অতি দুর্লভ.; কেবলমাত্র ব্রজসুন্দরীগণেরই ইহা অনুভব-বেদ্য। এই মহাভাব অপার্থিব অমৃতের স্বরূপ সম্পত্তিবিশিষ্ট এবং নিজের ঐ রসামৃত স্বরূপের প্রতি মনকে (চিত্তবৃত্তিকে) আকর্ষণ করে অর্থাৎ নিজের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত করায়। (উজ্জ্বল)

এই অনুরাগই যখন অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতারদ্বারা উন্মাদকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাকে মহাভাব বলে। এই মহাভাবের উদয়ে প্রিয়তমের সংযোগে নিমেষ-অসহতা, কল্পক্ষণত্ব প্রভৃতি অনুভাবের উদয় হয় এবং বিয়োগে ক্ষণকালকেও কল্পপরিমিত মনে হয়। এইরূপ যোগ ও বিয়োগ উভয় অবস্থায় মহা উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব সমূহ প্রকাশ পায়।

(প্রীতিসন্দর্ভ ৮৪ অনুচ্ছেদ)

অনুরাগঃ স্ব সংবেদ্য দশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥

অনুরাগ যখন যাবদাশ্রয়বৃত্তি হইয়া সংবেদ্য অর্থাৎ স্বীয়ভাবের উন্মুখতাদশা প্রাপ্তি পূর্ব্বক স্বসংবেদনযোগ্য হয়, তখন তাহাই ভাব বা মহাভাব নামে কথিত হয়।

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাৎ,
যুঞ্জন্নদ্রি নিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূ‌ত ভেদভ্রমং।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে,
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুকৃতী ॥

বৃন্দা কহিলেন হে কৃষ্ণ! তুমি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকুঞ্জকুঞ্জরপতি শৃঙ্গাররসরূপ স্বীয়কার্য্যকুশলশিল্পী (ইহা রতি) শ্রীরাধার এবং তোমার পরস্পরের যে মিলন, ইহা লোকদ্বয় অনবেক্ষণ প্রযুক্ত (ইহা প্রেম) পরস্পরের চিত্তজতু প্রেমরূপ সন্তাপ দ্বারায় দ্রবীভূত করিয়া (ইহা স্নেহ) একীভাবরূপে মিলন (ইহা প্রণয়) ভেদভ্রম যেরূপে নির্ধূ‌ত হয় এরূপে একত্রীকরণ (ইহা সুসখ্য) মহাগজেন্দ্রবৎ লীলাশালীন্। তোমাদের পরস্পর মিলন নিমিত্ত (সদা অভিসার দ্বারা) যে কষ্ট, তাহাও সুখজনকত্ব-হেতু (ইহা রাগ) নিত্য নূতনত্বে ভাসমান হিঙ্গুলরাশি (ইহা অনুরাগ) বহুতর ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে; (ইহা মহাভাব) অর্থাৎ তদ্দ্বারা চিত্তরূপ লাক্ষা রক্তিমাকরণ এবং সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত করত অভিন্নরূপে যে সংযোজন, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডরূপ হর্ম্ম্যমধ্যে শৃঙ্গার রস অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। (১১০ শ্লোকার্থ)

প্রথম স্তবকে মহৎকৃপাশ্রিতা ভজনাকাঙ্ক্ষা বা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাবিশেষকে ইক্ষুবীজতুল্য ও প্রেমকে ইক্ষুদণ্ডতুল্য বলা হইয়াছে। এই ২য় স্তবকে স্নেহকে ইক্ষুরস, মানকে গুড়, প্রণয়কে খণ্ড, রাগকে শর্করা, অনুরাগকে সিতা মিছরী, মহাভাবকে সিতোপল বা উত্তম মিছ্‌রীতুল্য বলা হইয়াছে।

অয়মবধিমিয়ায়বোঽনুরাগঃ, কমপরমেতুমৃগেক্ষণাঃ প্রকর্ষং।
উপরি পরিচিতঃ সিতোপলায়া, ভবতি ন হীক্ষুরসস্য কোঽপি পাকঃ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে মৃগনয়নাগণ! তোমাদের এই অনুরাগ অবধি অর্থাৎ মহাভাবদশা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে; ইহার আর কি প্রকর্ষ হইতে পারে? ইক্ষুরসের সিতোপলার পরে কোনও পাকাবস্থা আছে বলিয়া জানা যায় না।

(শ্রীআনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ)

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং, স্ব সাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জর গেহশৃঙ্খলাঃ, সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥

হে ব্রজসুন্দরীগণ! আমার সহিত তোমাদের যে প্রেমময় সংযোগ, যাহার জন্য তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ, তাহার প্রতিদানের জন্য আমি দেবপরিমিত আয়ুষ্কাল লাভ করিলেও কিছুমাত্র শোধ দিতে পারিব না। অতএব তোমাদের সাধুকৃত্য দ্বারাই তাহার বিনিময় হউক অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রেমে চিরঋণী রহিলাম, জানিও।

পরিশিষ্ট

প্রীতি লক্ষণের নিষ্কর্ষ (প্রীতিসন্দর্ভ)

নিখিল পরমানন্দ চন্দ্রিকার চন্দ্রমা, সকল ভুবনের সৌভাগ্য-সারসর্বস্ব, প্রাকৃত সত্ত্বগুণের উপজীব্য, অনন্ত বিলাসময়, মায়াতীত, বিশুদ্ধ সত্ত্বের অনবরত উল্লাসহেতু অসমোর্দ্ধ মধুর শ্রীভগবানে কোনও প্রকারে চিত্তের অবতারণাহেতু কোন বিধির অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই (আপনা আপনিই) যাহা সম্যকরূপে উল্লাসপ্রাপ্ত হয়, অন্যবিষয় দ্বারা যাহা খণ্ডিত হয় না, যাহা অন্য তাৎপর্য্য (কৃষ্ণ সেবা, কৃষ্ণসুখভিন্ন) সহিতে পারে না, হ্লাদিনী-সার-বৃত্তিবিশেষ যাহার স্বরূপ, ভগবদনুকূল্যাত্মক আনুকূল্যের অনুগত ভগবৎ প্রাপ্ত্যভিলাষাদিময় জ্ঞানবিশেষ যাহার আকার, তাদৃশ ভক্তের মনোবৃত্তিবিশেষ যাহার দেহ, পীযুষপুর হইতেও সরস (রসযুক্ত) আপনা দ্বারা যাহা নিজদেহ রসযুক্ত করে, ভক্তকৃত আত্মরহস্য সঙ্গোপন (প্রকাশ হইতে না দিবার প্রচেষ্টা) গুণময় রসনা (চন্দ্রহার) এবং নেত্রাশ্রুরূপ মুক্তাদি যাহার ভূষণরূপে পরিব্যক্ত, সমস্তগুণ আপনাতে নিহিত রাখাই যাহার স্বভাব, অশেষ পুরুষার্থ সম্পত্তিকে যিনি দাসী করিয়াছেন, ভগবানে পতিব্রতা ব্রত নিষ্ঠাদ্বারা যিনি আত্মহারা, ভগবানের মনোহরণই যাঁহার একমাত্র উপায়—এমন চিত্তহারিণী, রূপবতী-ভাগবতী (ভগবদ্বিষয়িণী) প্রীতি, তাঁহাকে (ভগবানকে) অধিকরূপে সেবা করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

প্রীতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। তাহা ভাব বস্তু হইলেও ভগবৎপ্রেয়সী রমণীরত্নরূপেই ভক্তিরসিকগণ তাঁহাকে বর্ণন করেন। "হ্লাদিনীর সার সমবেত সংবিদাত্মক যুবতীরত্নত্বেন স্ফুরন্তীতু রাধাদি শ্রীরূপা।" (বেদান্তদর্শন ৩।৩।৪২ সূত্র, শ্রীগোবিন্দভাষ্য)

ভগবৎপ্রীতি ভক্তচিত্তকে উল্লসিত এবং মমতাদ্বারা যোজনা করে, বিশ্বাসযুক্ত করে, প্রিয়তাদ্বারা অভিমান বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে, চিত্তকে দ্রবীভূত করে, নিজ বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রচুর অভিলাষ বিশেষদ্বারা চিত্তকে আসক্ত করে, প্রতি মুহূর্ত্তে নিজ বিষয়কে নব নব ভাবে অনুভব করায় এবং অসমোর্দ্ধ চমৎকারীতা দ্বারা উন্মাদিত করে।

অন্তঃকরণের উল্লাসময় ভাব স্নিগ্ধতাই রতির লক্ষণ। এই রতি উৎপন্ন হইলে তাহার বিষয় শ্রীভগবানে তাৎপর্য্য বা প্রয়োজন ব্যতীত অন্য সকল বস্তুকে বিস্মৃতি করায়। যদি কোন সময়ে স্মরণ হয়, তখন সেই বস্তুতে তুচ্ছ বুদ্ধি জন্মে।

উল্লাস দ্বিবিধ—১। সুখ ২। প্রিয়তা ; তন্মধ্যে সুখের কেবল আশ্রয় আছে, বিষয় নাই। অতএব সুখের মূলে রহিয়াছে কেবল আত্মতৃপ্তি, আর প্রিয়তার মূলে রহিয়াছে প্রিয়জনকে সুখী করা এবং তাঁহার সুখ দেখিয়া তৃপ্তি ; সুতরাং প্রিয়তার বিষয় ও আশ্রয় দুইই আছে।

"প্রীতি শব্দেন খলু মুৎ, প্রমদ, হর্ষানন্দাদি পর্য্যায়ং সুখমুচ্যতে। ভাব, হার্দ্দ, সৌহৃদাদিপর্য্যায়া প্রিয়তাকোচ্যতে। তত্র উল্লাসাত্মক জ্ঞানবিশেষঃ সুখম্। তথা বিষয়ানুকূল্যাত্মক স্তদানুকূল্যানুগত তৎস্পৃহা তদনুভবহেতুকোল্লাসময়ঃ জ্ঞানবিশেষঃ প্রিয়তা। অতএবাসাং সুখত্বেঽপি পূর্ব্বতো বৈশিষ্ট্যম্।

অর্থ—প্রীতি শব্দে দুইটী বস্তু অভিহিত হয় ; একটী হইল সুখ, যাহার অপর পর্য্যায়—মুৎ,প্রমদ, হর্ষ, আনন্দ প্রভৃতির সুখকে বুঝায়। আর অপরটী হইল প্রিয়তা, যাহার অপর নাম ভাব, হার্দ্দ, সৌহৃদাদি পর্য্যায় প্রিয়তাকে বুঝায়। কিন্তু সুখ হইতে প্রিয়তার যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে।

ইহাদের মধ্যে উল্লাসাত্মক জ্ঞানবিশেষের নাম সুখ ; আর বিষয়ের আনুকূল্যই যাহার জীবন, যদ্দ্বারা বিষয়ের আনুকূল্য হয় এবং তদনুগত স্পৃহার অনুভাব অর্থাৎ সেই স্পৃহাজন্য বিষয়ানুভব হেতু যে উল্লাসময় জ্ঞানবিশেষ হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাকেই প্রিয়তা বলা যায়। অতএব প্রিয়তাও একপ্রকার সুখ, কিন্তু সুখ হইতে প্রিয়তার বৈশিষ্ট্য আছে।

বিষয় ও আশ্রয় ভেদে প্রীতির দুইটী আলম্বন। যাহার উদ্দেশ্যে প্রীতির আবির্ভাব, তিনি প্রীতির বিষয় ; আর যিনি প্রীতি করেন, তিনি প্রীতির আশ্রয়। কৃষ্ণপ্রীতির শ্রীকৃষ্ণ বিষয়,ভক্তগণ আশ্রয়।

শ্রীভগবান যেরূপ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব, প্রীতিও তদ্রূপ অখণ্ডস্বরূপা। সাধকের যোগ্যতার তারতম্য অনুসারে শ্রীভগবদাবির্ভাবের যেমন তারতম্য ঘটে, প্রীতির বিষয়ালম্বন শ্রীভগবানের আবির্ভাব তারতম্যানুসারে তেমন প্রীতির আবির্ভাব তারতম্য ঘটে। অর্থাৎ যে স্বরূপে ভগবত্তার পূর্ণবিকাশ, তাঁহার সম্বন্ধে প্রীতির পূর্ণাবির্ভাব। যে স্বরূপে ভগবত্তার আংশিক বিকাশ, তাঁহার সম্বন্ধে প্রীতিরও আংশিক আবির্ভাব। স্বয়ং ভগবৎস্বরূপের ভক্তগণ তাঁহাকে যত প্রীতি করেন, অংশ ভগবৎ স্বরূপের ভক্তগণ তাঁহাকে তত প্রীতি করেন না। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়েই প্রীতির পূর্ণতম আবির্ভাব, আর শ্রীকৃষ্ণভক্তগণেই প্রীতির পরম প্রতিষ্ঠা।

সুখের মূলে কাহারও আনুকূল্য স্পৃহা থাকে না, প্রিয়তায় থাকে—প্রিয়জনের আনুকূল্য স্পৃহা—ইহাই হইল সুখ আর প্রিয়তার পার্থক্য, সুখে অন্যের আনুকূল্য সম্বন্ধ না থাকায় তাহার বিষয় নাই ; প্রিয়জনের আনুকূল্য সম্বন্ধ ব্যতীত প্রিয়তার আবির্ভাব হয় না বলিয়া তাহার বিষয় আছে।

অতএব সুখের স্বরূপ বা জীবন হইল একমাত্র নিজের উল্লাস। প্রিয়তাতে যে উল্লাস আছে, তাহা প্রীতির বিষয় বা প্রিয়জনের উল্লাসের অনুগতভাবে প্রকাশ পায়।

এই সুখ ও প্রিয়তা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিবার জন্য প্রাকৃত জগতের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

সুখের দৃষ্টান্ত—কোন ব্যক্তি আদর পূর্ব্বক নিজ শিশু পুত্রকে কোলে তুলিয়া মনের উল্লাসে বারংবার মুখ-গণ্ডদেশ চুম্বন করিতে লাগিল ; কিন্তু এই চুম্বন শিশুর সুখপ্রদ নহে। কারণ, পিতার মুখের মোটা শ্মশ্রু (গোঁপ দাড়ী) শিশুর অতি সুকোমল গণ্ডে কণ্টকবিদ্ধবৎ বেদনা অনুভব হইতেছে। কিন্তু পিতার সে দিকে লক্ষ্য নাই, কেবল নিজের উল্লাসেই আত্মহারা।

প্রিয়তার দৃষ্টান্ত—কেহ দূরদেশে পঁচিশ টাকা বেতনে চাকুরী করেন। তাঁহার একটী শিশু পুত্র আছে। পাঁচটী টাকা নিজ খরচের জন্য রাখিয়া বাকী বিশ টাকা বাড়ীতে পাঠান। নিজে খুব কষ্ট করিয়াই দিনপাত করেন। ইহাতে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, "নিজে এত কষ্ট ভোগ করিয়া বাড়ীতে বিশ টাকা পাঠান, তাহাতে আপনার সুখ কি ?" ইহাতে সে লোকটী উত্তর করিলেন—'বাড়ীতে বিশ টাকা পাঠাই বলিয়াই খোকা যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে পারে, তাহাতে সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইতেছে—এ সংবাদ আমি যখন পাই, তখন আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে ; তাই আমি বিদেশে থাকিয়াও দুঃখ বোধ করি না। (এই পর্য্যন্ত 'বিষয়ানুকূল্যাত্মক' পদের অর্থ।)

যদি আমি বাড়ীতে থাকিতাম, তবে কে উপার্জ্জন করিয়া তাহাকে দুগ্ধ পান করাইত ? আর যদি এখানে লইয়া আসিতাম, তাহা হইলেও খোকার কষ্টের অবধি থাকিত না। তাই আমি দূরে আছি, তাহাতে আমার মনে কষ্ট হয় না বা তাহাকেও আমার কাছে আনিতে চাহি না। (এই পর্য্যন্ত 'আনুকূল্যানুগত তৎস্পৃহার' অর্থ।)

আমি এখানে থাকিয়া যখন বাড়ীর পত্রে খোকার কুশল সংবাদ পাই, তখন মনে হয়, বুকের ভিতর হইতে তাহাকে বাহির করিয়া ক্রোড়ে লইয়া কত লালন করিতেছি। তাহাতে খোকার কত আনন্দ হইতেছে! এসকল ভাবিয়া আমার আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠে। (এই পর্য্যন্ত 'তদনুভবহেতুকোল্লাসময় জ্ঞানবিশেষ' এর অর্থ)। [শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যা হইতে উদ্ধৃত]।

ভগবৎ প্রীতিতেও এইপ্রকার একমাত্র তদীয় সুখতাৎপর্য্য আছে। তাঁহার সুখের অনুকূলে তাঁহাকে চাওয়া এবং তাঁহাকে সুখী অনুভব করিয়া উল্লাস বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ ভগবৎ প্রীতির লক্ষণ ভগবানের আনুকূল্যাত্মিকা প্রচেষ্টা, কিন্তু পুত্রাদি বিষয়ক প্রীতি মায়ার বিকার।

এই প্রিয়তা বা শুদ্ধাপ্রীতির চরম উৎকর্ষ গোপীভাবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত, যথা—

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব। বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণদরশন। সুখ-বাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটীগুণ ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয় ॥
তাঁসবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ। তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ ॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান। গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা। সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা ॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ। এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ। তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ কারণ ॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ। এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন ভূষণ ॥
গোপী-শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত। কৃষ্ণ-শোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥
এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি। পরস্পর বাড়ে কেহো মুখ নাহি মুড়ি ॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ-গুণে। তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥
অতএব এই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে। এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে ॥

ব্রজ হইতে মথুরায় আগমনকালীন উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন, রাধে! তোমার প্রিয়কে কি সন্দেশ উপহার দিব? তৎশ্রবণে কৃষ্ণগত-প্রাণা শ্রীরাধা কহিলেন, হে উদ্ধব! যদিও শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিলে আমার সুখ হয় বটে কিন্তু তাহাতে যদি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি হয়, তবে তিনি যেন কখনই না আইসেন। আর তিনি মথুরানগর হইতে না আসিলে যদিও আমাদের গুরুতর পীড়া হয় কিন্তু তাহাতে যদি তাঁহার চিত্তে সুখোদয় হয়, তবে সেই স্থানেই তিনি চিরকাল বাস করুন। (উজ্জ্বল স্থায়ি ১৩৪)

প্রিয় জনের আনুকূল্য বা সুখ সাধনই প্রিয়তার অসাধারণ ধর্ম্ম বা স্বরূপ, ইহাই বিশুদ্ধ প্রেম। আর নিজ সুখ তাৎপর্য্যই সুখের ধর্ম্ম বা স্বরূপ; সুতরাং ইহার নাম কাম।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

প্রীতির লক্ষণ চিত্তের দ্রবীভাব। হরিকথা শ্রবণাদি সময়ে অশ্রু-পুলকাদি উদ্গমই চিত্তার্দ্রতার পরিচায়ক। কোন কারণে চিত্তার্দ্রতা বা রোমাঞ্চাদি প্রকাশিত হইলেও যদি অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হয় তবে প্রীতির সম্যগাবির্ভাব ঘটে নাই বুঝিতে হইবে। অন্য তাৎপর্য্যবিরহিত অন্তঃকরণবৃত্তিতে কেবল প্রীতির অনুশীলনই তাহার বিশুদ্ধির পরিচায়ক। কেবল ভগবন্মাধুর্য্যাস্বাদনেই প্রীতির তাৎপর্য্য। এই মাধুর্য্য আস্বাদনের অর্থ শ্রীভগবানকে সুখী দেখা, সুতরাং ইহাতে নিজ সুখাভিসন্ধির লেশও থাকিতে পারে না।

এই প্রীতি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকরে স্বতঃসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান আছে। তাঁহাদের কৃপাপরম্পরাক্রমে অর্থাৎ মহতের মধ্য দিয়া, সুরসরিৎ-প্রবাহন্যায়ানুসারে জীবগণে তাহার আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। যথা—

অনাদিসিদ্ধ দ্বিবিধ ভগবদ্গুণোপাসনা খলু তন্নিত্যপার্ষদবৃন্দাদারভ্য: সাধকেভ্যঃ সুরসরিৎপ্রবাহবৎ প্রচরতি। তস্মাদ্ বিশ্ববর্ত্তিনাং জীবানাং যাদৃচ্ছিকে সৎপ্রসঙ্গে সতি তদ্দেশিক সদুপাস্তেষু স্বগুণেষু ভক্তিরসিকঃ শ্রীহরিঃ সৎপ্রসঙ্গিনস্তান প্রবর্ত্তয়িতুমিচ্ছতি। তে তু তেন বর্ত্মনা তমনুবর্ত্তন্ত ইতি। (বেদান্তদর্শন, শ্রীগোবিন্দভাষ্য ৩।৩।২৯ সূত্র)

চিত্ত দ্রবতা সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—

হরির্গোপ ক্ষৌণীপতি মিথুন মন্যে চ বিবিধা—
ন নঃ ক্রূরং চিত্তং মৃদুলয়িতুমীশা লবমপি।
অহো! তেষাং প্রেমা বিলসতি হরৌ যস্তু বলবান্
হরের্বা যস্তেষু দ্রুতয়তি স এব প্রতিপদম্॥

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, গোপরাজ নন্দ, ব্রজেশ্বরী যশোদা এবং অন্য বিবিধ ব্রজজন কেহই আমাদের (অর্থাৎ আমার, দৈন্যে বহুবচন) ক্রূর (দুষ্ট বা কঠিন) চিত্তকে কিছুমাত্রও কোমল করিতে সমর্থ হইলেন না; কিন্তু অহো! ব্রজবাসীগণের শ্রীকৃষ্ণে যে বলবান প্রেম এবং ব্রজবাসীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে বলবান প্রেম, একমাত্র তাহাই আমার কঠিন চিত্তকে প্রতি পদে (অর্থাৎ যখন ভাবি তখনই) বিগলিত বা দ্রবীভূত করিতেছে। অর্থাৎ তাঁহাদের প্রেমের চিন্তা সর্ব্বদাই আমার চিত্তে হইতেছে এবং তাহাতে সর্ব্বদাই আমার চিত্ত দ্রবীভূত হইতেছে।
(শ্রীগোপালচম্পু পূর্ব্ব ১১পূঃ।১১৯)

ব্রজবাসীগণের কৃষ্ণে সহজ পিরিতি। কৃষ্ণের সহজ প্রীতি ব্রজবাসী প্রতি॥ (শ্রীচৈঃ চঃ)

'শান্ত ভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্য্যন্ত। দাস্য ভক্তের রতি হয় রাগ দশা অন্ত॥
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত। পিতৃ-মাতৃ স্নেহ আদি অনুরাগ অন্ত॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব সীমা। ভক্তি শব্দের এই সব অর্থের মহিমা॥' (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২৪ পঃ)

এস্থলে 'কান্তা' শব্দে সমর্থা রতিমতী ব্রজসুন্দরীগণকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, সাধারণী রতি কুব্জার প্রেম পর্য্যন্ত, সমঞ্জসা রতি দ্বারকার মহিষী রুক্মিণ্যাদির অনুরাগ পর্য্যন্তই চরম সীমা। দ্বারকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিকর শ্রীউদ্ধব প্রার্থনা করিতেছেন—

আসামহোচরণ-রেণুজুষামহং স্যাং, বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম-লতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা,. ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং॥

শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিয়াছেন— এই সকল গোপী দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি সকলের অন্বেষণীয় শ্রীমুকুন্দের শ্রীচরণপদবী ভজনা করিয়াছেন। অহো! বৃন্দাবনে যে সকল গুল্মলতা, ঔষধি ইহাঁদিগের চরণরেণু সেবন করিতেছেন, যদি আমি সেই সকলের মধ্যে কিছু হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার উপর সেই গোপীগণের পদরেণু পতিত হইতে পারিত। (শ্রীমদ্ভাগবত)

ইতি ভক্তিকল্পলতা স্তবকত্রয়ের দ্বিতীয় স্তবক সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড হইতে প্রকাশিত। শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ ৪৭০। শ্রীমদ্ রূপগোস্বামীপাদের তিরোভাব তিথি।
বৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস—**শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস,** ব্রজানন্দ ঘেরা, পোঃ—রাধাকুণ্ড, জেলা—মথুরা।
ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত নীলধ্বজ সিংহ (অবসরপ্রাপ্ত এক্স্ট্রা এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট্ ফার্স্ট ক্লাস, মণিপুর ষ্টেট্)
মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত হইল।

—নিবেদন—

শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

প্রেমভক্তি রীতি যত, নিজ গ্রন্থে সুবেকত, লিখিয়াছে দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে, যুগল মধুর রসাশ্রয়॥

'অতোঽপি যথোত্তরস্বাদবৈশিষ্ট্যভাঞ্জি স্নেহ-মান-প্রণয়-রাগানুরাগ-মহাভাবব্যাখ্যানি ভক্তিকল্পবল্ল্যা ঊর্দ্ধোর্দ্ধ পল্লবগামীনি ফলানি সন্তি। ন তেষামাস্বাদ সম্পদৌষ্ণ্য-শৈত্যসংমর্দ্দসহঃ সাধকস্য দেহো ভবেদিতি ন তেষাং তত্র প্রাকট্য সম্ভব ইতি।' (মাধুর্য্য-কাদম্বিনী, অষ্টম্যমৃতবৃষ্টি)।

ভক্তিকল্পলতার প্রথম স্তবকে শ্রদ্ধা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট সোপান সমূহের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সাধকজীবনে কিন্তু এই প্রেমভূমিকা পর্য্যন্তই আরূঢ় হওয়া যায়। তদনন্তর প্রেমের বৈচিত্রী উত্তরোত্তর স্বাদু। স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব নামক এই কয়েকটী ভক্তিকল্পলতার ফল উক্ত হইয়াছে। এই সাধকদেহে তাহা আস্বাদনের যোগ্য নহে। উহাদের আস্বাদন চিন্ময় সিদ্ধদেহেই হইয়া থাকে; পরন্তু বর্ত্তমান সাধকদেহেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা উক্ত স্নেহ, মান, প্রণয়াদি প্রেমের বৈচিত্রীভাবসকল চিত্তে সুদৃঢ় সংস্কার রূপে আহিত থাকা প্রয়োজন। "সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা।" (শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়)।

পর্য্যাচিতামৃতরসানি পদার্থভঙ্গী, বল্গূনি বল্গিত বিশাল বিলোচনানি।
বাল্যাধিকানি মদবল্লভভামিনীভির্ভাবে লুঠন্তি সুকৃতাং তব জল্পিতানি॥ (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৩৩)

হে নাথ! মদগর্ব্বিতা গোপীগণের সহিত তোমার কথোপকথন সুকৃতিগণের ভাবাক্রান্ত চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়; অপিচ যাহারা তাদৃশ সুকৃতি লাভ করিতে পারে নাই, তাহারাও যদি ঐ প্রকার ভাবাক্রান্ত সুকৃতিশালীগণের মুখনির্গলিত উক্ত কথাদি শ্রবণকীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও তদ্ভাবাক্রান্ত হইয়া থাকেন। যেহেতু, কিশোরস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ উহার পরিচ্ছেদ নাই। সেই বাক্যমাধুর্য্য কিরূপ? উহা অমৃতরসে পরিপূর্ণ, পদার্থভঙ্গী অর্থাৎ পদের অর্থভঙ্গীদ্বারা অতিশয় মনোরম এবং বিশাল লোচনযুগল সঞ্চালনসহ উচ্চারিত।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাব সরোরুহম্। ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথাশরৎ॥ (শ্রীভাগবত ২।৮।৫-৬)

শ্রদ্ধাসহকারে নিত্য শ্রীহরির লীলাকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে অবিলম্বে ভগবান স্বয়ংই আসিয়া শ্রোতা ও বক্তার হৃদয়ে প্রবেশ করেন। '**স্ব**প্রযত্নং বিনা ভগবান্ স্বয়মেব হৃদি বিশতি।' (টীকা—স্বামীপাদ)।

শরৎকাল যেমন জলের আবিলতা দূর করে, সেইরূপ শ্রীভগবানও লীলাকথা শ্রবণরত ভক্তগণের কর্ণবিবরদ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া কামনা-বাসনাদি মল শোধন করেন।

পীযূষসার শিশিরানপি চন্দ্রপাদান্, ধীরান্মরন্দ মধুরাংশ্চ মধোঃ সমীরান্।
বাঞ্ছন্তিকে ভুবি তথামৃতসিন্ধুপুরান্, শ্রীরূপপাদকবিতা সুরসং নিপীয়॥১

হৃদয়কন্দরে যার, ঝরিয়াছে একবার, শ্রীরূপের কবিতার রসের নির্ঝর।
অমৃতের পারাবার, তার কাছে কোন্ ছার, সুধাংশুর সুধাসার সুমধুর কর।
সুধীর বসন্তবায়ু মকরন্দহর॥১

পশ্যান্তিকে সুরবলি রমণীয়তাংতাম্, মন্দাকিনী বিকচ কাঞ্চন পদ্মলক্ষ্মীম্।
সম্পূর্ণ শারদ সুধাকর মণ্ডলং বা, শ্রীরূপপাদকবিতা সুরসং নিপীয়॥২

মানস সরসে যার, ফুটীয়াছে একবার, শ্রীরূপের কবিতার ভাব শতদল।
তুচ্ছ করে সেই জন, প্রফুল্ল নন্দনবন-বিকশিত মন্দাকিনী কনক কমল
শরতের পরিপূর্ণ শশাঙ্ক মণ্ডল॥২

কে বা রসালমুকুলেষ্বলিঝঙ্কৃতানি, শৃণ্বন্তি কিন্নরবধূকলকণ্ঠনাদান্।
কুঞ্জেষু মঞ্জু কল কোকিলকূজিতং বা, শ্রীরূপপাদকবিতা সুরসং নিপীয়॥৩

কর্ণকুহরে যাহার, বাজিয়াছে একবার, শ্রীরূপের কবিতার সুমধুর তার।
সে নাহি শুনিবে আর, মঞ্জু কুঞ্জে কোকিলার, রসাল মুকুল মূলে অলির ঝঙ্কার—
কিন্নরীর কলকণ্ঠ সুধার আধার।৩

স্বিদ্যন্ দৃগন্ত চপলাঞ্চল বীজিতোঽপি, ক্ষুভ্যন্ স্বকান্তি নগরান্তর বাসিতোঽপি।
তৃষ্যন্মুহুঃ স্মিতসুধাং পরিপায়িতোঽপি, শ্রীরাধয়া প্রণয়তু প্রমদং হরির্নঃ॥

শ্রীরাধা কর্ত্তৃক নয়নকোণের চঞ্চল অঞ্চলদ্বারা বীজিত (ব্যজন-সেবিত) হইয়াও স্বেদযুক্ত, স্বকান্তি-নগরের মধ্যে বাসিত (লব্ধস্থিতি) হইয়াও ক্ষোভযুক্ত, বারংবার মৃদুমন্দ হাস্যরূপসুধা বিশেষভাবে পায়িত অর্থাৎ পান করিয়াও মুহুর্মুহুঃ তৃষ্ণাযুক্ত হরি আমাদের প্রকৃষ্ট আনন্দ বিধান করুন।

অথবা—যে যুগলকিশোর পরস্পর পরস্পরের নয়ন কোণের চঞ্চল অঞ্চলরূপ ব্যজনে সেবিত হইয়াও ঘর্ম্মাক্ত হইতেছেন, পরস্পর পরস্পরের কান্তি রূপের মধ্যে বাস করিয়াও নিরন্তর ক্ষোভিত হইতেছেন, এবং পরস্পর পরস্পরের স্মিত সুধা নিরন্তর পান করিয়াও সাতিশয়রূপে তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইতেছেন, সেই বিলাসীযুগল (রাধাসম্মীলিত হরি) আমাদের প্রীতি বিধান করুন।

———